রিহার্স্যাল

[নাটক]

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নাট্য-ভারতীতে রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত

শুভ উদ্বোধন ১৪ই জ্যৈষ্ঠ

সন ১৩৪৮ সাল

২৮শে মে ১৯৪১

তৃতীয় সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

উৎসর্গ

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট ও পরিচালক

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু—

—আপনারই ইঙ্গিতে এ নাটক লিখি—

প্রয়োগ নৈপুণ্যে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে

প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভারও নিয়েছেন আপনি

তাই

এ নাটক আপনারই করকমলে অর্পণ করে

ধন্য হলাম।

শ্রদ্ধাবনত—

অয়স্কান্ত বক্সী

ভূমিকা

নটসূর্য্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট—নটসূর্য্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁর অমূল্য পরামর্শে এই নাটকের রসকে ঘনীভূত কর্‌তে সাহায্য করে আমাকে ধন্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি ঋণী।

শ্রীযুক্ত রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহ

স্বনামধন্য আমার অকৃত্রিম শিল্পী বন্ধুদ্বয় এই নাটককে সকল দিক দিয়ে সফল ক'রে তোল্‌বার জন্য যে প্রভূত শ্রমে পরিচালক দুর্গাদাস বাবুকে সাহায্য করেছেন, তা সত্যই আমাকে মুগ্ধ করেছে।

কবি শ্রীযুক্ত শৈলেন রায়

বন্ধুবর এই নাটকের গানগুলি রচনা করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন।

কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়

ওমারের রুবায়েৎগুলি শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত ওমার খৈয়াম হইতে লইয়াছি।

নাট্যভারতীর অভিনেতৃবর্গ

তাঁহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে নটবন্ধুর নাটককে সাফল্যমণ্ডিত কর্‌বার জন্য যে প্রয়াস পেয়েছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়।

নিবেদন

আমিও নট। তাই তাদের যে ব্যথা ও ব্যর্থতার অনুযোগ আমার বুকে জমে উঠেছিল…তাই নিঃশেষে এই নাটকে ফুটিয়ে তোল্‌বার প্রয়াস পেয়েছি। ব্যঙ্গ আমার উদ্দেশ্য নয়। ইতি—

অয়স্কান্ত বক্সী

রিহার্স্যাল

চরিত্র	পরিচয়	অভিনয়
	[প্রবেশানুসারে]	
বিভা	বিপাশার অংশধারিনী	শ্রীমতি যূথিকা
কিশোরী	মদনের অংশধারিণী	„ জ্যোতি
খেঁদা	রতির অংশধারিণী	„ ছনিয়া বালা
রাণী	নর্ত্তকী	„ মহামায়া
আঙুর	নর্ত্তকী	„ বীণাপাণি
ন্যাস্‌পাতি	নর্ত্তকী	„ নির্ম্মলা
আনি	একটি ছোট মেয়ে	„ বিজলী
ছুআনি	ঐ	„ আশালতা
কালীধন	চরিত্রাভিনেতা	শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্ষ্যাপা গোঁসাই	নৃত্য শিক্ষক	„ ললিত গোস্বামী
বেচা	হারমোনিয়াম বাদক	„ জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার ও প্রযোজক		„ তুলসী চক্রবর্ত্তী
প্রফুল্ল	আলোক সম্পাতকারী	„ সত্য সরকার
পরেশ	নাট্য পরিচালক	„ সন্তোষ দাস
অহিভূষণ	স্মারক	„ যতীন দাস
পাঁচী	চরিত্রাভিনেত্রী	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী
মোহন	নায়ক	শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য
প্রীতি	নায়িকা	শ্রীমতি সাবিত্রী বালা
নটনাথ	প্রধান অভিনেতা	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
রায়বাহাদুর	ধনী ব্যাঙ্কার	„ বিজয়কার্ত্তিক দাস
মণিমোহন	প্রচারক	„ গোপীনাথ দে

চরিত্র	পরিচয়	অভিনয়
বিকাশ	মঞ্চাধ্যক্ষ	„ সন্তোষ সিংহ
চিত্রলেখা	প্রধান অভিনেত্রী	শ্রীমতি সুহাসিনী
ডক্টর ঘোষ	বৈজ্ঞানিক—নটনাথের শিষ্য	শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য
কুমার বাহাদুর	প্রীতির অভিভাবক	„ অহীন্দ্র চৌধুরী
কার্ত্তিক	দৃশ্য পরিবেশক	„ শচীন সরকার
আশু	অভিনেতা	„ প্রভাস বঙ্গ
জ্ঞান	নকল নবীশ	„ গিরীন ঘোষ
কুসুম	অভিনেতা	„ কানন মুখোপাধ্যায়
গোষ্ঠ	ঐ	„ শান্তি চক্রবর্ত্তী
নৃপেন	বেশধারী	„ নৃপেন রায়

অভিনেতাগণ :—শ্রীউমাপদ দাস, গোপাল নন্দী প্রভৃতি

নর্ত্তকীগণ :—শ্রীমতি স্নেহলতা, রেণুবালা, সত্যবালা প্রভৃতি

—রিহার্স্যাল—

প্রথম অভিনয়, নাট্যভারতী, বুধবার ২৮শে মে ১৯৪১

পরিচালক—শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগঠন সহায়ক

সঙ্গীত পরিচালক—শ্রীউমাপতি শীল
নৃত্য পরিকল্পনা—শ্রীরবীন সরকার
(মুষ্টিযোদ্ধা)
নৃত্য শিক্ষক—শ্রীললিত গোস্বামী
বাঁশী—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বেহালা—শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
চেলো—শ্রীবসন্ত গুপ্ত
ট্রাম্পেট—শ্রীজীতেন্দ্র চক্রবর্ত্তী
হারমোনিয়াম—শ্রীঘণ্টেশ্বর পরামাণিক
পিয়ানো—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
(২)
তবলা—শ্রীবিশ্বনাথ কুণ্ডু
যন্ত্রী সহকারী—শ্রীকার্ত্তিক ঘোষ
স্মারক—শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায় (১)
শ্রীজ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়
মঞ্চাধ্যক্ষ—শ্রীপূর্ণ চন্দ্র দে (এঃ)
সহকারী—শ্রীঅমূল্য নন্দী

পরিচালক—শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মঞ্চশিল্পী—শ্রীমনীন্দ্রনাথ দাস
(নান্টুবাবু)

প্রচারক—শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়।

আলোক সম্পাতকারী—

শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ
শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
শ্রীদুলাল দাস
শ্রীপাঁচকড়ী দত্ত

বেশকারী—

শ্রীনৃপেন রায়
শ্রীগোবিন্দ দাস
শ্রীরাজকৃষ্ণ মহাপাত্র
শ্রীযতীন দাস

দৃশ্য পরিবেশক—

শ্রীহারাধন দাস
শ্রীকালীপদ সোম
শ্রীকার্ত্তিক কর্ম্মকার
শ্রীকেদার ধর
শ্রীদুলাল সিংহ
শ্রীসতীশ জানা
শ্রীবাঞ্ছারাম ঘোষ
শ্রীনিমাই মিত্র

পরিচ্ছদ—শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায়
(কমলালয়—কলেজষ্ট্রীট)

নাট্যকার—শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী

রিহার্স্যাল্

প্রথম দৃশ্য

[শূন্য রঙ্গমঞ্চ। নূতন নাটকের রিহার্স্যাল চলিতেছিল, মেয়েদের কোমরে কাপড় জড়ানো—পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। দু'তিনজন এক হইয়া ষ্টেজময় বসিয়া খাবার প্রভৃতি খাইতেছিল। ছোট ছোট দুটি একটি মেয়ে নাচের পা সাধিতেছে। সম্মুখভাগে এক পার্শ্বে বিভা, কিশোরী ও খেঁদা বসিয়াছিল। নৃত্যপর আনি আসিয়া কহিল।]

আনি। বিভাদি, একবার পা'টা দেখিয়ে দেওনা ?

বিভা। যা যা, এখন আর পারি না। এত দিন ধরে নাচ্ছে—নাচ ঠিক হ'ল না !

আনি। তাই বই কি ! আমার সবগুলো তোলা হ'য়ে গেছে, মাত্র ঐ একটি, শেষটি হয় নি ! সবেত বাবা কাল দিলেন। বেশ ! না দিলে না দিলে !

[সে চলিয়া যায়।]

কিশোরী। একজনকে ধরে ত বেশ উদোরপূরণ করা গেল !

খেঁদা। এখন পানের কি করবে ? পান ত খেতে হবে !

বিভা। মরণদশা আজকালকার থিয়েটারের ! আমাদের সে সময় এক একজন এ্যাপ্রেন্টিস্ মোটর জুরী চড়ে আস্‌ত। পয়সার ছড়াছড়ি।

[কিশোরী হঠাৎ পার্শ্ব হইতে মুখ ফিরাইয়া।]

কিশোরী। মু'য়ে আগুন !

বিভা। কিলা ?

কিশোরী। [ঠোঁট উল্টাইয়া] ঢং দেখে আর বাঁচিনে !

[সেইক্ষণ অপর পার্শ্ব হইতে প্রবেশ ক'রে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে একটি রোগা লম্বা নবাগত অভিনেতা। মাথায় তার ঝাঁকড়া চুল। মুখ মুছিয়া ঘন ঘন খেঁদার দিকে চাহিতে চাহিতে চিরুণী বাহির করিয়া কেশ বিন্যস্ত করিতে থাকে।

বিভা। চুপ্ ! ওকে নিয়ে একটু মজা করি।

[সহসা তাহার দিকে চাহিয়া চোখ উল্টাইয়া সে সশব্দে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অভিনেতা করুণভাবে অপলক নেত্রে বিভার দিকে চাহে। কিশোরী ও খেঁদা মুখে কাপড় চাপা দিয়া মুখ ঘুরাইয়া লয়।]

সেই কোন্ সকালে এসেছি একটা পান খেতে পেলাম না, আমাদের কি আর সে বরাত !

খেঁদা। [চোখ কপালে তুলিয়া] সত্যি দিদি, আমাদের কি আর সে বরাত !

[অভিনেতা চকিতে খেঁদার পার্শ্বে যাইয়া।

অভি। পান খাবেন ?

খেঁদা। সত্যি খাওয়াবেন ?

অভি। [মুগ্ধ দৃষ্টিতে হাসিয়া] আমি এখুনি আন্‌ছি। [প্রস্থান।

[পশ্চাৎভাগ হইতে প্রবেশ করে কালীধন। হাতে তার একটি সিগারেটের প্যাকেট—একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইয়া।

কালী। বিভাবতী যে ! কেমন আছ ?

বিভা। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রঙ্গভরে] আর কি আছি !

কালী। একেবারে গেছ ? কাকে দেখে গেলে ? আচ্ছা, যেতে যেতে একটা পান দেও ভাই !

বিভা। পান কোথায় পাব কালীবাবু। সেই সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। তা, পান আন্‌তে গেছে—এখুনি এল বলে !

কালী। তাই নাকি ! কার ঘাড় ভাঙ্‌লে ?

বিভা। আপনারা ত আর খাওয়াবেন না—খেতেই আছেন।

[নৃত্যশিক্ষক ক্ষ্যাপা ঘোষ হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করে।

ক্ষ্যাপা। ওরে, তোরা সব শুয়ে পড়্‌লি যে। নে নে সব ওঠ্। এই যে কালী! আগুনটা একটু দেওনা ভায়া, মুখে দি।

[দিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই মুখ হইতে টানিয়া লয়।

কালী। মাইরি, একটা সুখটান পর্য্যন্ত টান্‌তে দিলে না। থিয়েটার ত নয় যেন বাঁকুড়ো জেলা—দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে।

[প্রস্থান

[মেয়েরা উঠিয়া পাখে যে যার স্থানে যাইয়া দাঁড়ায়।

ক্ষ্যাপা। [হাত তালি দিয়া] ওরে, বেরো, বেরো একে একে সব। ওহে বেচা, বাজাও না হে!

বেচা। [নেপথ্যে] মিউজিক কি দিয়ে দেব?

ক্ষ্যাপা। কেন, হ'ল কি?

[বেচার প্রবেশ।

বেচা। বাঁশী চলে গেছে।

ক্ষ্যাপা। আজ বাদে কাল প্লে—বলা নেই কওয়া নেই—চলে গেল? একটা ডিসিপ্লিন নেই?

বেচা। কি কর্‌বে বল?

ম্যানেজার। [নেপথ্যে] ওরে কার্ত্তিক, তোদের কাজকর্ম্ম কতদূর?

ক্ষ্যাপা। [ম্যানেজারের কণ্ঠে সহসা উত্তেজিত হয়] সেই সকাল থেকে নেচে নেচে আমার পা ভেরে গেল। রইল তোমার নাচ—রইল তোমার ইয়ে। এই আমি চল্লাম।

[প্রস্থানোদ্যত হইতেই সম্মুখে প্রবেশ করে ম্যানেজার।

ম্যানে। কি হ'ল ক্ষ্যাপা? চললে কোথায়?

ক্ষ্যাপা। মানে জানেন স্যার—সেই সকাল থেকে নাচ তুলতে হচ্ছে

কিনা। এক একজনের সঙ্গে বিশ পঁচিশবার ক'রে নাচা—মাথা কি আর ঠিক থাকে। তাই একটু—

ম্যানে। ঘুরে আস্‌ছিলে বুঝি ?

ক্ষ্যাপা। [জিভ্ কাটিয়া] ক্ষ্যাপা ঘোষের আর যে দোষ থাক্, কাজের সময় ওটি পাবেন না স্যার। আপনি মনিব—মা বাপ, আপনার কাছে মিথ্যা বল্‌ব না। চালাই না যে-চালাই, তবে কাজের সময় নয়। এই কথাই বেচাকে বল্‌ছিলাম। বলি, বাঁশী না হ'লে কি চলে না ? বাঁশী ! কাঁশী বাজিয়ে সেবার মনে পড়ে সেই বিদেশে অপেরা নামিয়ে দিলাম। একটা সখি—তাই দিয়েই আবু হোসেন প্লে করে দিলাম। ক্ষ্যাপা ঘোষের কাছে চালাকিটি নয়। গেছে গেছে চালাও বেচা। ঐ হারমোনিয়াম বেহালাতেই চলে যাবে। ওরে, তোরা সব বেরো বেরো।

[বেচার প্রস্থান। মিউজিক সুরু হয়।]

ক্ষ্যাপা। এক দুই—

[সখীগণ নৃত্যছন্দে বাহির হয়]

ষ্টপ্ ! ষ্টপ্ ! খেঁদা কইরে ?

কিশোরী। সে আর নাচ্‌তে পার্‌ছে না মাষ্টার মশায়।

ক্ষ্যাপা। আজ বাদে কাল প্লে এখন নাচ্‌তে পার্‌ছে না বল্‌লেই হ'ল ; নাচ্‌তে পার্‌বে না কেন বিবিসাহেবা, শুনি ?

কিশোরী। সকাল থেকে নেচে তার পা কন্ কন্ কর্‌ছে।

ক্ষ্যাপা। সকাল থেকে নাচ্‌ছে না কে শুনি ? আমি বুড়োমানুষ, তোদের এক একজনের সঙ্গে কতবার করে নাচ্‌তে হচ্ছে বল্ দিকি ?

কিশোরী। আপনি আবার কখন নাচ্‌লেন মাষ্টার মশায় ? নাচ যা ভুলিয়ে দিলে সেত বিভাদি আর খেঁদা।

ক্ষ্যাপা। চুপ্ কর্! চুপ্ কর্ রাস্কেল! দেখ্ছেন্ স্যার একবার আস্পর্দ্ধাটা! আর্টের যুগ হ'য়ে ভারী মজা পেয়ে গেছ—না? হ'ত আমাদের সেকাল, জুতোর চোটে মুখ ছিঁড়ে দিতাম না! আমি নাচিনি—বল্লেই হ'ল নাচিনি!

ম্যানে। হা হা হা! সে যা হয় তুমি কর বাপু। আমি দেখি আবার রায় বাহাদুর আসবেন।

[ব্যস্তভাবে প্রস্থান।]

কিশোরী। [কাঁদিতে কাঁদিতে] আমি নাচ্ব না কিছু কর্ব না! যা নয় তাই বল্বে!

[সে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া যায়।]

ক্ষ্যাপা। নে নে, ওরকম ঢের ন্যাকাম দেখেছি। কালকের মেয়ে, আমার মুখের ওপর জবাব! নেও নেও—আরম্ভ কর, আরম্ভ কর বেচা!

[প্রবেশ করে আলোকধারী প্রফুল্ল]

কি হে প্রফুল্ল—ব্যাপার কি? লাইট ফাইট দেবে না কি?

প্রফুল্ল। কি বল্ছেন স্যার। ফাইট দেখেই ত ছুটে এলাম লাইট দিতে। ওরে সুব্লে, সামনের ঝরিটা দিয়ে দে।

[প্রফুল্লের প্রস্থান। লাইট জ্বলিয়া উঠে। নৃত্য শুরু হয়। নৃত্য অন্তে ক্ষ্যাপার সহিত মেয়েদের প্রস্থান। সম্মুখ ভাগে পার্শ্ব হইতে প্রবেশ করে পরিচালক পরেশবাবু। প্যান্ট্ কোট পরিহিত—হাতে ব্যাগ।]

পরেশ। ওয়েক্ আপ্! ওয়েক্ আপ্ বয়েজ্! এভ্রি বডি রেডি ফর্ রিহার্স্যাল!

[প্রবেশ করে কালীধন]

কালী। গুড্ ইভিনিং স্যার! এই আস্ছেন বুঝি?

পরেশ। আর বল কেন। আস্তে কি আর পারি! হোল্ ডে শুটিং। শরীরটা সকাল থেকেই ম্যাজ্ ম্যাজ্ কর্ছে। কী খাটুনিটাই যে গেছে!

কালী। আউট ডোর ছিল বুঝি স্যার ?

পরেশ। সেটেই ছিল কিন্তু, সে আউট ডোরের বাবা! কালকেই সেট ভাঙ্গ্‌বার হুকুম হয়েছে—মাদ্রাজী পার্টির সেট হবে। তাড়াহুড়ো করে কি কাজ হয়।

[কালীর প্রস্থান]

ওহে অহিভূষণ! সকলকে ডাকনা হে! বই ধর না!

[অহিভূষণের প্রবেশ। তাহার গায় এ্যাপ্রোন্, গলায় বাঁশী ঝুলানো—হাতে বই।]

অহি। বই ত ধরেই আছি স্যার। কিন্তু, কাকে ডাক্‌ব ?

পরেশ। কেন, এখনও সকলে এসে পৌছয়নি বুঝি ?

অহি। আজ্ঞে, এখনও স্যার এসে পৌছন নি।

পরেশ। স্যার ?

অহি। আজ্ঞে হ্যাঁ, শচী দেবী। ফার্ষ্ট সিনেই তাঁর কিনা—

পরেশ। তোমার স্যার এখনও এসে পৌছ্‌তে পার্‌লেন না কেন ?

অহি। উনি কাল বলে গেছ্‌লেন—প্রীতিদেবীকে এনে যেন ওঁর কাছে গাড়ী পাঠানো হয়। গাড়ীও গেছে প্রায় আধ ঘণ্টা হ'ল।

পরেশ। ড্যাম্! ড্যাম্! ড্যাম্! ওই স্যারটিই তোমার বুঝ্‌লে অহিভূষণ, এই থিয়েটারটি ওঠাবেন।

[প্রবেশ করে খ্যাপা ঘোষ।]

ক্ষ্যাপা। গুড্ ইভিনিং স্যার! কতক্ষণ এলেন ? আমি রেডি স্যার—হুকুম হ'লেই (মাথা চুলকাইয়া) একবার পেসাদটা পাব স্যার ?

[পরেশ অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট দেন—ক্ষ্যাপা টানিতে টানিতে প্রস্থান করে।]

পরেশ। আমি ওপরের ঘরে চল্লাম অহিভূষণ! তোমার স্যার এলে আমাকে খবর পাঠিও।

[তিনি প্রস্থান করেন। অপর দিক হইতে প্রবেশ করে পান চিবাইতে চিবাইতে চরিত্রাভিনেত্রী পাঁচী। বয়স তাহার অনুমান চল্লিশও হইতে পারে আবার ষাটও হইতে পারে।]

পাঁচী। কিগো অহিভূষণ বাবু! ব্যাপার কি? আমাদের দেরী হলে আর রক্ষা থাকে না। ছটায় রিহার্স্যাল বলে সেই চারটেয় এনে ফেলে রেখেছ। এখনত সাতটা বাজে। খেয়ে একটু ঘুমুতে পেলাম না!

অহি। কর্ত্তা ব্যক্তির কথা—আমরা কি করে বল্‌ব বল? আমরা হুকুমের চাকর বইত নয়! দেও দিদি একটা পান দেও।

[সে দিবার অপেক্ষা না রাখিয়া পাঁচীর হাত হইতে ডিবা লইয়া পান বাহির করিয়া মুখে পুরিতে থাকে।

পাঁচী। তোমার ঢংটি বাপু এখনও গেল না।

অহি। ঢং!

পাঁচী। নয়ত কি! তুমি আমায় দিদি বল কি হিসেবে? আমরাত সেই থিয়েটারে ঢুকে ইস্তক তোমাকে দেখ্‌ছি এই রকম।

[অহি পানের ডিবা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিতে দিতে।]

অহি। এর আর বোঝাবুঝি কি!

পাঁচী। কেন?

অহি। এই দিদি দাদা করে যে কটাদিন কাটিয়ে দিতে পারি। আর্টের যুগরে ভাই, ভাল ভাল পাশ-করা ছেলে দলে দলে আস্‌ছে—বলে কিনা প্রম্‌টিং করবে। তাহ'লে আর আমরা আছি কোথায়!

পাঁচী। সে আর বুঝিনেরে ভাই। কুমারী প্রীতি, আপেল মুখার্জ্জি—কতই দেখ্‌লাম আর কতই দেখ্‌ব। তবে দুঃখের কথা বলিরে ভাই! আমাদের গলিটাত দেখেছ?

অহি। সেই গলিতেই আছত?

পাঁচী। আর কোন্ চুলোয় যাব! চিরকাল ঐ গলিতে গাড়ী ঢুক্‌ছে—তোমাদের অজানাত কিছু নেই।

অহি। সে কি আর জানি নে।

পাঁচী। আজ থিয়েটারের ড্রাইভার বলে কিনা—গলির ভেতর গাড়ী ঢুক্‌বেনা। সেই এক কোশ হেঁটে এসে গাড়ীতে উঠ্‌তে হয়। লজ্জায় আর বাঁচিনে! তোমাদের অজানাত কিছু নেই। একদিন ষ্টেজে মাতালনির গান গেয়ে মাত্ করে দিয়েছি। কিন্তু বল্‌লে না পেত্যয় যাবে, তোমার দিব্যি, এতটুকু মহাপেসাদ কখন জিভে ঠেকাইনি।

অহি। সে কিরে পাঁচী, সেই দত্তদের বাগানে?

পাঁচী। [স্বর নামাইয়া] চেপে যাওনা বেরেদার। সেত তোমার আমার মধ্যে জানাজানি, আর কেউ এখানে জানে? যারা জান্‌ত তারাত মরে হেজে গেছে। আর দুটো পান নিয়ে নেও ভাই, আমি যাই।

[অহি ডিবা লইয়া আর দুইটা পান লইয়া ডিবা ফিরাইয়া দিতে দিতে।]

অহি। বসনা মাইরি! কোথায় যাবে?

পাঁচী। [এদিকে ওদিকে চাহিয়া] না ভাই, দিন কাল ভাল নয়। বেটা ছেলের সঙ্গে কথা কইলে এখুনি একটা রিপোর্ট হবে।

[প্রস্থানোদ্যত]

অহি। রিপোর্ট হবার মত বয়স দিদির এখনও আছে নাকি?

পাঁচী। আ মর্! বয়স আমার গেছে নাকি!

[পাঁচী প্রস্থান করে। অহিভূষণও অপর দিকে চলিয়া যায়। প্রবেশ করে মোহন ও প্রীতি এক পাশ হইতে। প্রীতির পরণে দামী শাড়ী, জামা ও জুতা। মোহনের পরণে দেশী ধুতি ও গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী। হাতে সিগারেটের টিন।]

মোহন। যতই দিন এগিয়ে আস্‌ছে আমি যেন ততই নার্ভাস্ হ'য়ে পড়্‌ছি।

প্রীতি। কেন, আমার সঙ্গে পার্ট কর্‌তে হবে বলে?

মোহন। সত্যি, আমার জীবনের এ একটি থ্রিলিং এপিসোড্! আগে ওরিয়েণ্টাল আর্টসে আপনাকে অভিনয় কর্‌তে দেখেছি আর

ভেবেছি যে কি টেলেণ্টেড্ আর্টিষ্ট্ আপনি। আপনার গতিতে এক অপরূপ ভঙ্গী—মধুর আপনার কণ্ঠ। কখন কি ভেবেছিলাম যে আপনার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অভিনয় কর্‌বার আমার সুযোগ ঘটে উঠ্‌বে!

প্রীতি। আসুন, এইখানটায় বসি।

[উভয়ে বসিয়া।

মোহন। সেদিন সত্যই এখানে আপনাকে দেখেও যেন বিশ্বাস কর্‌তে পারিনি।

প্রীতি। কী! যে আমি এখানে আস্‌তে পারি না?

মোহন। ওরিয়েণ্টাল আর্টস্ ছেড়ে পাব্‌লিকে আস্‌বেন—সত্যি, কেন এলেন?

প্রীতি। সেই কথাটাই আজ না হয় গোপন থাক্।

[কালীর প্রবেশ।

কালী। এই যে মোহন বাবু! কখন এলেন?

[মোহন সিগারেটের টিন খুলিয়া ধরে—কালীধন একটি সিগারেট লইয়া]

থ্যাঙ্ক্ ইউ, থ্যাঙ্ক্ ইউ!　　　　　　　　[প্রস্থান]

মোহন। তারপর, এখানে এদের মধ্যে দিনগুলো কেমন কাট্‌ছে?

প্রীতি। মন্দনা। ছেলেবেলা থেকে স্কুল অবকাশের—

মোহন। আপনি বেথুনে পড়্‌তেন?

প্রীতি। না লোরেটোতে। তখন বাবার সঙ্গে প্রায়ই এখানে আসতাম। তাই, এঁরা কেউই আমার অপরিচিত নন। সকলেই আমাকে স্নেহ করেন। সে যাক, আপনার কেমন লাগছে?

মোহন। এম্‌নি aloof মনে হয় যে এক এক সময় ভাবি—

প্রীতি। কি—আর আস্‌ব না?

মোহন। সত্যি, কেউ একজন হেসে কথা কয় না। কণ্ঠে এদের

বিদ্রূপের বাণী—চক্ষে এদের ঈর্ষার জ্বালা! আপনাকে না পেলে আমি যে কি করতাম—

প্রীতি। লক্ষণ কিন্তু মোটেই ভাল না।

মোহন। কেন?

প্রীতি। এতে লোকে অনেক কথা বলতে পারে। চাই কি—

মোহন। বলতে পারে কি এর মধ্যেই রীতিমত কাণাঘুষা চলছে।

প্রীতি। সে চলবেই। আচ্ছা, কি বলছে তারা?

মোহন। আমরা দুজনে দুজনের লভে পড়েছি।

প্রীতি। [হাসিয়া] পড়েছি নাকি? আপনার কি মনে হয়?

মোহন। লভ কি জানি না, তবে আপনার সঙ্গ আমার বেশ ভাল লাগে। এই aloofnessএর মধ্যে একজন সঙ্গী পেয়েছি বলেই বোধ করি।

[উভয়ের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ায় বিয়োগান্ত ভূমিকা-কুশলী নটনাথ। তাহার চেহারা বিশেষত্ব-পূর্ণ। মুখখানি কুৎসিত। একপার্শ্বের মুখ ভাগ কপাল হইতে চিবুক পর্য্যন্ত বহুদিন পূর্ব্বে পুড়িয়া গিয়া থাকিবে। সেই দিকের চক্ষুটিও দৃষ্টিশক্তি রহিত। বয়স অনুমান ৪৭।৪৮। উভয়ে উঠিয়া দাঁড়ায়।]

প্রীতি। নমস্কার নটনাথ বাবু!

নটনাথ। [উভয়কে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া] বস বস।

[তিনি তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া যান।]

মোহন। লোকটাকে দেখলে আমার যেন কেমন মনে হয়।

প্রীতি। আপনার সঙ্গে বোধ করি ওঁর পরিচয় নেই? ঘনিষ্ঠতা হ'লে জানতে পারবেন—কি চমৎকার লোক উনি!

মোহন। ওঁর নির্ব্বাক নিস্তব্ধতা, ওঁর অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী···যেন আমার মনে এক অনাগত অমঙ্গলের ছায়াপাত করে।

প্রীতি। উনি একা থাকেন। কারু সঙ্গে বড় একটা মেশেন না। থিয়েটারেরই উপরে একটা ঘরে উনি বাস করেন।

মোহন। ওঁকে দেখে মনে হয়—

প্রীতি। কি?

মোহন। যেন কোন বিরাট ঝড়ে সর্ব্বস্ব হারিয়ে বটগাছের মত শুদ্ধ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। কোথায় যেন একটা ভীষণ ব্যথা লুকোন আছে।

প্রীতি। ওঁর বাইরেটা দেখে ওঁর অন্তরের পরিচয় পাওয়া যাবে না। উনি যে কখন অভিনয় কর্‌ছেন আর কখন্ না—কিছুই বোঝ্‌বার উপায় নেই। ওঁর চোখের দিকে চাইলে যেন আমার মাথা ঘুরে ওঠে।

মোহন। কিন্তু, আপনার দিকে ওঁর চাইবার ভঙ্গীটিও—

প্রীতি। সন্দেহজনক—কেমন?

মোহন। হ্যাঁ, আমি তার ভাষা বুঝি না।

প্রীতি। এমনও ত হতে পারে—এই নূতন নাটকের ইন্স্‌পিরেশন্ উনি আমার দিকে চেয়ে আকর্ষণ করেন। আমি অহল্যা, উনি গৌতম। গৌতম যে অহল্যাকে ভালবাস্‌ত একথা নিঃসন্দেহ।

মোহন। কিন্তু, অহল্যার দিক থেকে বোধ করি তার কোন তাগিদই ছিল না?

প্রীতি। ও! আপনি যাচাই করে নিচ্ছেন যে সত্যি আমার আছে কি না?

মোহন। না—ধরুন হ্যাঁ—এমনও ত হতে পারে—

প্রীতি। যদি ভালবাস্‌তে অহল্যা গৌতমকে পার্‌ত! তার সে অগাধ ভালবাসার প্রতিদান সে দিতে পার্‌লে না বলেই না ভগবানের অভিশাপ এল গৌতমের মধ্য দিয়ে—তাকে পাষাণী হ'তে হ'ল।

[প্রবেশ করেন ম্যানেজারের সহিত হ্যাট্ কোট পরিহিত রায় বাহাদুর।
বয়স পঞ্চাশ কি তদূর্দ্ধ।]

ম্যানে। এই যে মা লক্ষ্মী এখানে। এস এস মা! পরিচয় করিয়ে দি। রায়বাহাদুর—প্রীতিকণা দেবী।

[উভয়ে উভয়কে নমস্কার জ্ঞাপন করে।]

রায়। সাক্ষাৎভাবে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য না ঘট্‌লেও, ওঁর ওরিয়েণ্টাল আর্টসের অভিনয়ের ভেতর দিয়ে আমার বিশেষ পরিচয় আছে।

ম্যানে। বর্ত্তমান নাটকে ইনিই নায়িকা। নাচে, গানে, অভিনয়ে আপনাদের সন্তোষ বৃদ্ধি করবেন।

[দেখা যায় মোহন যাইবার উদ্যোগ করে] তুমি পালাচ্ছ কোথায় হে? এস এস পরিচয় করিয়ে দি।

মোহন। আমার এই নাটকের নায়ক। ইন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

রায়। ও!

[উভয়ে উভয়কে নমস্কার জ্ঞাপন করে।]

ম্যানে। নাট্যজগতে উনিও নবাগত। শুধু তাই নয়—উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছাত্রী। এমনি কৃতী তরুণ তরুণী যেদিন দলে দলে এসে নটনাথের চরণ তলে সমবেত হবে—সেই দিনই হবে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সত্যকার গৌরবের দিন। আমার পলিসি কি জানেন? রঙ্গমঞ্চের সত্যকার উন্নতি সাধন করতে চাই, নিউ ফেসেস্—নিউ মাইণ্ডস্। তাদেরকে চান্স্ দিয়ে মানুষ করে তুল্‌তে হ'বে।

বিকাশ। [নেপথ্যে] মানুষ! হা হা হা!

[রায় বাহাদুর চকিত হন।]

ম্যানে। ও কিছু না কিছু না। বোধ করি রিহার্স্যাল হচ্ছে। চলুন চলুন, ভেতরে সব আপনাকে দেখিয়ে আনি।

[তাঁহারা প্রস্থানোদ্যত হইতেই প্রবেশ করে প্ল্যাকার্ড বগলে মণিমোহন]

কি হে মণিমোহন ?

মণি। আজ্ঞে প্রেস থেকে প্ল্যাকার্ডগুলো পাঠিয়েছে।

ম্যানে। দেখি দেখি।

[মণিমোহন প্ল্যাকার্ড খুলিয়া ধরে। ম্যানেজার পড়িয়া ;]

"অহল্যার ভূমিকায়—সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা তরুণী প্রীতিকণা দেবী।" কেমন দেখ্ছেন রায় বাহাদুর ?

রায়। চমৎকার !

ম্যানে। প্ল্যাকার্ডগুলো তবে এখুনি ছেড়ে দেও।

[মণিমোহন প্ল্যাকার্ড ভাঁজ করিয়া উঠিতেই]

হ্যাঁ, আর একখানা ফ্লাই শিট্ ছেড়ে দিতে হবে। "অহল্যা—প্রীতিকণা দেবী বি, এ।"

প্রীতি। [সসঙ্কোচে] আমার আপত্তি আছে।

ম্যানে। শোন কথা ! আপত্তি কিসের মা লক্ষ্মী ?

প্রীতি। ঐ বি, এ, শব্দটি বাদ দিয়ে দিন।

ম্যানে। কেন ? তুমি যে বি, এ, পাশ করেছ—একজন গ্রাজুয়েট, ওরা সকলে জানুক্।

প্রীতি। আমাকে যাঁদের সঙ্গে অর্থাৎ যে মেয়েদের সঙ্গে অভিনয় করতে হবে—তাঁদের কেউই যে তা করেন নি। তাই তাঁদের উপর কি অবিচার করা হবে না ?

ম্যানে। অত দেখ্‌লে চলে না—অত দেখলে চলে না, মা। চলুন রায় বাহাদুর—চল মণিমোহন। আমি নিজে গিয়েই লিখে দিচ্ছি।

[ম্যানেজার, রায় বাহাদুর ও মণিমোহনের প্রস্থান। তাহাদের পশ্চাতে মোহনও অগ্রসর হইতেই]

শ্রীতি। মোহন বাবু! [মোহন ফিরিয়া চায়।]

আপনার সঙ্গেই আমার সেই সিন্‌টা। আসুন না, একবার দুজনে বসে ঠিক করে নি।

[তাহারা পশ্চাদ্ভাগে একখানি বেঞ্চিতে বসে। প্রবেশ করে বিকাশ। তাহার পরণে পায়জামা—তাহার উপর খাগি রংএর এ্যাপ্রোন। বগলে তার একটি কার্ডবোর্ডের ভগ্ন নটরাজ মূর্ত্তি।]

বিকাশ। বয়েজ্‌! [কৌতূহলী অভিনেতৃবর্গ আসিয়া সমবেত হয়।]

মানুষ! হা হা হা!

"আর কতদিন আর কতদিন সোণার হরিণ ধর্‌তে যাবো!
গোলক ধাঁধাঁয় কেমন করে ধ্রুবতারার কিরণ পাবো?
তিক্ত ফলে ত্যক্ত হওয়া, নয় তো ফেরা শূন্য হাতে,
তার চেয়ে আজ আঙ্গুর-বাগে দ্রাক্ষা সুধায় বুক ভরাব।"

[সে মদের শিশি বাহির করিয়া এক ঢোক খায়]

কে লিখেছে জান? ওমর খৈয়াম।

[পরেশের প্রবেশ।]

পরেশ। হ্যালো! হোয়াট্‌স আপ্‌ বয়েজ?

একজন। বিকাশদা আমাদের এণ্টারটেইন কর্‌ছে স্যার।

[পরেশ পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া বিকাশের হাতে দিয়া]

পরেশ। হিয়ার ইজ্‌ ইওর এণ্টারটেইন্‌মেণ্ট্‌ ফি বিকাশ! একবার ঘুরে এস, মুমেণ্টারি ডিপ্রেশন্‌ কেটে যাবে। এখুনি চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে। ওরা হাসুক, তবু ওদের এণ্টারটেইন কর্‌তে তুমি ভুল না বিকাশ।

[বিকাশ বাহির হইয়া যায়]

নাউ বয়েজ ! উই বিগিন্ উইথ্ আওয়ার রিহার্স্যাল্।

[অহিভূষণের প্রবেশ।]

অহি। স্যারও এসে পড়েছেন।

পরেশ। স্যার অর নো স্যার—উই গো অন্।

[প্রবেশ করে চিত্রলেখা। পরণে তার দামী শাড়ী। চোখে মুখে তার একটা দৃঢ়তা—একটা কাঠিন্য।]

চিত্রা। এ কি অহি বাবু ! এখনও যে আরম্ভ হয়নি দেখ্ছি।

অহি। আমাদের পরেশদা একটু ব্যস্ত ছিলেন। কাল আবার ওঁর সুটিং কি না ! তাই তাঁর এসিস্টেন্টের সঙ্গে বসে তার একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছিলেন।

পরেশ। থ্যাঙ্ক ইউ অহিভূষণ !

চিত্র। যাক্ কেউ বল্তে পার্বে না যে আমার জন্যে দেরী হ'য়েছে। মশায় গো, আমার ত দেরী আছে, আমি গ্রীণ রুমে গিয়ে বস্‌ছি।

[হঠাৎ প্রীতি-সংলগ্ন মোহনকে দেখিয়া]

মোহন বাব ! সময় হ'লে একবার গ্রীণরুমে আস্‌বেন। আপনার সঙ্গে সেই সিন্‌টা একবার নিরালায় বসে ঠিক করে নেব।

মোহন। সে ত রিহার্স্যালেই হবে।

চিত্র। হবে জানি। তবু আমাদের সঙ্গে একটু আড়ালে হ'লে দোষ কি !

[প্রস্থান]

পরেশ। ওরে, পেছনে একখানা ফ্ল্যাট্ দিয়ে দে।

[সঙ্কেত ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। শূন্য ষ্টেজের মধ্যভাগে একখানি ফ্ল্যাট্ পড়ে।

অহি। বিভা ! বিভা ! বিভা কোথায় গেলি রে ?

[বিভার প্রবেশ।]

বিভা। আমায় ডাকছিলেন বাবা ?

অহি। হ্যাঁরে হ্যাঁ, তোর সিন্। প্রীতিদেবী !

[প্রীতি উঠিয়া সম্মুখ ভাগে আসে।]

আপনার সেই গানটা প্রথমে। মহর্ষি গৌতমের তপোবন। কুটীর প্রাঙ্গণ। ভ্রাম্যমাণা অহল্যা গীত গাহিতেছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার মনটা আছে খিঁচিয়ে—কিছু ভাল লাগ্ছে না।

পরেশ। তুমি প্রথমে গাইছিলে এই উপলখণ্ডে বসে। ওরে, একখানা উপলখণ্ড দে।

[কার্ত্তিক একখানা জলচৌকি আনিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। জলচৌকিতে পরেশ বসিয়া]

এইখানে বসে গাইছিলে। ভাল লাগ্ল না—উঠ্লে। [উঠিয়া] ওদিকে গেলে গাইতে গাইতে। গান ছেড়ে আবার যেয়ে এইখানে বস্লে, বুঝ্লে ?

[প্রীতি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করে।]

ষ্টার্ট—ষ্টার্ট মিউজিক !

[মিউজিক বাজিয়া উঠে। প্রীতি গাহিতে থাকে।]

গীত

হে অপরাজিতা ! হার মানা হার
সে তোমার কভু নয়।
কত মালাকর জয় মালা গাঁথি
পথ পানে চেয়ে রয়।
কত মধুকর তব সৌরভে
স্বপনে আসিবে প্রেম গৌরবে
পরাজয় মানি চরণ প্রান্তে
গাহিবে তোমারি জয়।

তোমার ভুবনে চির বিজয়িনী
যে বাসিবে ভাল সেই হবে জানি
　　তব কাছে চিরঋণী।
কূজন ব্রতসে প্রণয়ীর লাগি
তুমি কোন দিন রবে নাকো জাগি
অবহেলা হানি শত প্রাণে তুমি
　　ব্যথা কব মধুময়।

পরেশ। গীত অন্তে তুমি এইখানেই স্থির হ'য়ে বসে আছ। চোখে তোমার জলের বন্যা—দৃষ্টি শূন্য অসীম আকাশে নিবদ্ধ। এইবার বিপাশা—ঢোক—ঢোক।

[বিভা প্রবেশ করে।

না না, অমন করে নয়—ওই দিক দিয়ে।

[তাঁহার সঙ্কেত লক্ষ্য সেই দিকে যাইয়া।

বিভা। এই দিক দিযে ?

পরেশ। হ্যাঁ হ্যাঁ। প্রবেশ করেই কিন্তু তুমি অহল্যাকে দেখ নি। তারই খোঁজে যেন তুমি কুটীরের দিকে যাচ্ছ। মধ্য পথে থম্‌কে দাঁড়ালে—এদিকে ওদিকে চাইলে—অহল্যাকে দেখ্‌লে। বিস্মিত চক্ষে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে গেলে। তুমি তার পাশে গিয়ে বসে একহাত রাখ্‌লে কাঁধে—আর এক হাতে ধর্‌লে তার চিবুক। অহল্যা ফিরে চাইল। ডু ইট্—ডু ইট্।

[বিভা সেইরূপে প্রবেশ করিয়া সমস্ত করিতে লাগিল।]

বিপাশা। কি হ'য়েছে প্রিয় সখি ? এ...
না, আমার হচ্ছে না বাবা। আপনি একবার দেখিয়ে দিন ?

[পরেশ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখাইয়া।

পরেশ। ডু ইট্!

[বিভা সমস্ত করিয়া বলিতে থাকে।

বিপাশা। কি হ'য়েছে প্রিয় সখি ? একি ! চোখে জল
মুখে নাই কথা—বসি হেথা নিরজনে,
কি ভাবিছ সখি ?

অহল্যা। যেন কিছু নাহি জান।
কি ভাবিতেছি ! কি তিথি আজি জান সখি ?
এই বৈশাখী পূর্ণিমা জন্ম তিথি মোর।
সেই দিন হ'তে অষ্টাদশ বর্ষকাল
হ'য়েছে অতীত। কূলে কূলে পরিপূর্ণ
যৌবন আমার।

বিপাশা। সার্থক নহেকি জন্ম
তোমার কল্যাণী ? শিবশম্ভুসম পতি
যার—তার চেয়ে ভাগ্যবতী কেবা আছে
আর ? ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষি গৌতম, জ্ঞান,
ধর্ম্ম, বিদ্যার সম্পদে কত উর্দ্ধে অন্য
নর হ'তে !

গৌতম। [নেপথ্যে] অহল্যা !

বিপাশা। আসিছেন মহর্ষি—আমি যাই।

[প্রস্থান। গৌতমের প্রবেশ।]

গৌতম। অহল্যা !

অহল্যা। [উঠিয়া] একি প্রভু আপনি !

গৌতম। তপস্যা কারণ যাইব প্রবাসে, তাই
আসিয়াছি বিদায় লইতে !

অহল্যা। [শ্লেষ কণ্ঠে] তবু ভাল,
মনে পড়িয়াছে অভাগিনী তাপসীরে
তব ! তপস্যার তরে যাইবে প্রবাসে ?

গৌতম। যথার্থ কল্যাণী। মায়ায় জড়িত এই
সংসারের সহস্র বাঁধনের মাঝে
তপস্যার স্থান কোথা ? তাই প্রিয়তমে,
দূর নির্জ্জন আবাসে—মনুষ্যের ছায়া
যেথা পড়েনা কখন, গভীর গহনে
হেন, পশিব স্বেচ্ছায় তপস্যা কারণে।
দেও প্রিয়তমে, বিদায় প্রসন্ন মনে।

অহল্যা। তোমার তপস্যা আছে—কি রবে আমার ?

গৌতম। সতীর সম্বল মাত্র পতিস্মৃতি ধ্যান।

অহল্যা। জ্ঞান মণি খনি সম পতি উপদেশ।
কহ প্রভু, পতি স্মৃতি ধ্যান করি কভু,
মিটে কি পিপাসা ?

গৌতম। অহল্যা ! অহল্যা ! দীন
ব্রাহ্মণ সন্তান আমি—আমার সাধনা
পূজা। নহে কভু রমণী অঞ্চল। বিপ্র
আমি—কর্ত্তব্য আমার—

অহল্যা। কর্ত্তব্য তোমার—কর্ত্তব্য তোমার
[কাণ মলিয়া] ভুলে গেছি পবেশদা !

অহি। কর্ত্তব্য তোমার
শুধু নারী নিপীড়ন !
আবার বলুন—আবার বলুন।

অহল্যা। কর্ত্তব্য তোমার
শুধু নারী নিপীড়ন! বিবাহ করিলে
কেন তবে? যদি না রহিবে কহ, কেন
বাঁধিলে আমারে পঙ্গু তব বার্দ্ধক্যের
সনে? তোল বিপ্র নয়ন তোমার, চাহ
মোর মুখ পানে ফিরে। কি দেখিছ সেথা?
বরষার ক্ষিপ্ত স্ফীত স্রোতস্বিনীসম
অপরূপ রূপ—এ পরিপূর্ণ যৌবন
আমার—উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত সে, শুদ্ধ
স্বামী স্পর্শ লাগি। যাও তুমি—বাধা নাহি
দিব। শুদ্ধ ভোগ চাহে আমার জীবন।
পূণ্যব্রত তব আচরণ। ভিন্ন গতি
দোঁহাকার। অসম্ভব মোদের মিলন।

গৌতম। তাই হ'ক যাহা আছে বিধাতার মনে।

[প্রস্থান]

অহল্যা। রূপ! রূপ! নারী, তোর কিসের গৌরব!
এত তোর যৌবন গরিমা—তবু কিরে
পারিলি বাঁধিতে ওই স্থবির ব্রাহ্মণে?

অহি। দুটো ছেলে চাই।

পরেশ। কে আছে?

অহি। [চারি দিকে চাহিয়া] কই, কাউকেইত দেখছিনা।

পরেশ। দেখছি না মানে? এ সব দেখাশুনা করে কে?

অহি। আমরাই ত চিরকাল দেখাশুনা করতাম স্যার। এখন আবার নতুন নিয়ম হ'য়েছে।

পরেশ। সেত হ'য়েছে জানি কিন্তু, এখন দেখেটা কে ?

অহি। কালীধন স্যার।

পরেশ। হুঁ ! ঠিক লোকের হাতেই ভার পড়েছে।

অহি। আর হ'য়েছেও যেমন। যত সব বিনা পয়সার ছোক্‌রাকে দিয়ে কাজ করানো। আজ যাকে দেখছি কাল আর তাকে দেখছিনা।

পরেশ। দেখবে কেমন করে ? এখন কালীকে যে রোজ রোজ খুশী করতে পারবে, তবেত হবে। যেমন সব হ'য়েছে ! গুটিকতক ছেলেকে মাইনে করে রাখতে কতদিন থেকে বলছি। তা কি এরা কখন রাখবে ! আর কালীই বা গেল কোথায় ?

অহি। তাকেওত দেখছিনা।

[সাঁওতালী পোষাকে ক্ষ্যাপার প্রবেশ।

ক্ষ্যাপা। আমার সব রেডি স্যার। তা হ'লে আমাদের নাচটাই আরম্ভ করি ?

পরেশ। যখন কাউকেই পাওয়া যাবেনা তখন যা আছে তাই হ'ক। ডুইট ডুইট মাই বয় !

[পরেশের সঙ্গে অহিভূষণ, প্রীতি ও অপরাপর সকলের প্রস্থান। মিউজিক বাজিয়া উঠে নৃত্য গীত সুরু হয়।

গীত

আহা ! চাঁদের হাসি আজি মহুল বনে
ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্।
বাজে বঁধুর বাঁশী সবার মনে
চল্‌চল্ চল্‌চল্ চল্‌চল্।

ওলো, শালের বনে বুঝি শালিক ডাকে,
জাগে হিজল গুলি আহা পাতার ফাঁকে
পাহাড় ভেঙ্গে নদী পাগল হ'ল
ছল্‌ছল্ ছল্‌ছল্ ছল্‌ছল্।

মদের চেয়ে মিঠে বঁধুর আঁখি
মনকে রাঙায় বনকে রাঙায়
আঁখি ত নয় ওযে কোকিল পাখী
ফুল্ কি জাগায় ভুল্ কি জাগায়
ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্।

[গীত অন্তে মেয়েদের প্রস্থান। প্রবেশ করে পরেশ ও অহিভূষণ।

ক্ষ্যাপা। কেমন দেখলেন স্যার?

পরেশ। চমৎকার! এটা কি নাচ মাষ্টার?

ক্ষ্যাপা। পিওর সাঁওতালী স্যার। টু মান্থ্‌স্ ইন হাজারিবাগ্ তবে এ নাচ গট্ স্যার। গ্ল্যাড্ ত স্যার?

পরেশ। গ্ল্যাড্ কি মাষ্টার—ভেরী গ্ল্যাড্। কিন্তু, এ বইতে সাঁওতালী নাচ?

ক্ষ্যাপা। স্যার ধরলেন—একখানা দিতেই হবে—

পরেশ। স্যার?

ক্ষ্যাপা। চিত্রা দেবী। তাই মশায় বল্লেন—লজিক চাইনা মাষ্টার, ম্যাজিক চাই।

পরেশ। বুঝেছি বুঝেছি মাষ্টার।

ক্ষ্যাপা। তবে একবার পেসাদটা—

[পরেশ অর্দ্ধ দগ্ধ সিগারেটটি দেন—ক্ষ্যাপা সেলাম করিয়া চলিয়া যায়। পরেশ কাগজ পত্র ব্যাগে গুছাইয়া।]

পরেশ। আমিও তাহ'লে চলি অহিভূষণ। তুমিই যা হয় পড়িয়ে শুনিয়ে দেও। আমার আবার কাল স্যুটিং আছে। গুড্‌নাইট টু ইউ অল্‌।

[পরেশ ব্যস্ত ভাবে বাহির হইয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও। প্রফুল্ল আলো নিবাইবার জন্য উপরে উঠিতে যাইবে, সেইক্ষণে ধীরে ধীরে আসিয়া ষ্টেজের মধ্যভাগে দাঁড়ায় নটনাথ। একজন অভিনেতা আসিয়া নমস্কার করে, নটনাথ ফিরিয়া চাহে।]

একজন। একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

[নটনাথ চম্‌কাইয়া উঠে।]

নট। ভদ্রলোক? নানা, আমি কাউকে চিনিনা। না।

[অভিনেতা ফিরিয়া চাহিতেই প্রবেশ করে হ্যাটকোট পরিহিত ডক্টর ঘোষ।]

একজন। এ যে স্যার উনি নিজেই এসেছেন।

[সে বাহির হইয়া যায়। নটনাথ ভীত ত্রস্তভাবে একান্ত কাপুরুষের ন্যায় পলাইবার পথও নিরুদ্ধ দেখিয়া যেন মরিয়া হইয়া দাঁড়ায়।]

নট। তুমি! তুমি কে? আমি কাউকে চিনিনা।

[ডক্টর ঘোষ ঈষৎ হাসিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়।]

ডক্টর। এ ভাবে এখানে আপনাকে দেখতে পাব, তা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। একি মূর্ত্তি! একী আপনার বেশ!

নট। আমি ত কখন...না—না চিনিনা।

ডক্টর। কিন্তু, আপনাকে যে আমি চিনেছি, একথা গোপন করবার প্রয়াস পেলেও আমার কাছে সুস্পষ্ট। আপনি কি অস্বীকার করবেন, যদি আমি বলি আপনিই সেই স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক স্যার—

নট। [বিকট স্বরে তাহার কথাকে ডুবাইয়া দিয়া] না না না—কখন না। আমি সামান্য অভিনেতা—অভিনয়ই আমার জীবিকা।

ডক্টর। গুরুজ্ঞানে যাঁর পদতলে বসে হ'য়েছি ধন্য, তাকে চিনতে না পারার অপবাদ নিয়েই কি আমায় যেতে বলেন? সেদিনের সে দৃশ্য আজও বিস্মৃত হইনি। লেবরেটরিতে যেদিন বয়েলিং সালফিউরিক এসিডের জার বার্ষ্ট করে আপনার মুখে দিলে চিরকালের তরে জ্বলন্ত চিহ্ন এঁকে...সে যে আজও জ্বলন্ত পরিচয়ের মত আপনার মুখে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

নট। কেন তুমি তোমার ঐ অবান্তর প্রশ্নের জঞ্জাল আর পরিচয়ের বিবৃতি নিয়ে আমার সম্মুখে এসেছ? যে স্মৃতির দাহ ভোলবার জন্যে দেশ হ'তে দেশান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছি, তাকেই উদ্দীপ্ত করতে, কেন তুমি আবার আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে? না না, তুমি যাও—তুমি যাও!

[নটনাথ অসহ্য যন্ত্রণায় বক্ষ ধরিয়া মুচড়াইয়া পড়ে।]

ডক্টর। ওকি! বুকের সেই যন্ত্রণাটা...আজও আপনার আছে?

নট। ক্লোরিণ গ্যাসের বিষ যা লাঙ্ সকে জখম করেছে, সে বোধ করি না মরলে যাবেনা।

ডক্টর। গলার সেই রক্ত ওঠাটা বন্ধ হ'য়েছে কি?

নট। অনেক দিন হয়নি। বোধ হয় আবার তা দেখা দিয়েছে। ধীরে ধীরে মৃত্যু এগিয়ে আসছে। সে যাক্—তুমি একা, না সঙ্গে সে আছে।

ডক্টর। কে?

নট। আমার স্ত্রী।

ডক্টর। সে জানেনা যে আমি আপনার খোঁজ পেয়েছি।

নট। কেমন করে তুমি আমার খোঁজ পেলে ?

ডক্টর। অপ্রত্যাশিতভাবেই আজ আমি আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি। এভাবে এখানে যে আপনার সাক্ষাৎ পাব'তা প্রত্যক্ষ ক'রেও প্রত্যয় করতে পারিনি।

নট। আমিও প্রত্যয় করতে সেদিন পারিনি যে বাস্তব জীবনের বঞ্চনার ব্যথাই আবার আমাকে অভিনয়ের মধ্যেও ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ডক্টর। আপনি ?……

নট। এ নাটকে আমাকে গৌতমের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। হাউ ডু ইউ ফিল্ ইট্ ?

ডক্টর। এক অন্যায় সন্দেহের বশীভূত হ'য়ে আমার ওপর একি অবিচার করলেন গুরুদেব !

নট। অন্যায় !

ডক্টর। অন্যায় নয় ? আপনার প্রতি অবিচার করব—আপনাকে করব বঞ্চনা—সে যে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি গুরুদেব। যে কলঙ্কের বোঝা আমার মাথায় আরোপ করে, অমন রহস্যময় ভাবে—মাত্র একখানা চিঠি রেখে, সেদিন গৃহত্যাগ করলেন—

নট। গৃহত্যাগ করেছি সত্য, কিন্তু রহস্যের আবরণে নয়।

ডক্টর। সে চিঠির মর্ম্ম কি আজও আপনার মনে আছে ? যে ভাবে আমাকে অপমানিত করে—

নট। অপমান !

ডক্টর। অপমান নয় ?

নট। আমাকে ঐ ঘৃণ্যভাবে অপসারিত করবারই যদি ইচ্ছা তোমার না থাকত—

ডক্টর। একি বলছেন গুরুদেব ?

নট। সে তোমাকে ভালবাসত—একথা তুমি অস্বীকার কর ?

ডক্টর। না। যার গতিরোধের আমার কোন শক্তিই ছিল না—আমার এতটুকু ইঙ্গিত যাকে কোনদিন প্রশ্রয় দেয়নি—তারই জন্যে অপরাধী করে—

নট। তাকে তুমি বিবাহ করেছ ?

ডক্টর। যেদিন আপনাকে ফিরে পাবার সমস্ত আয়োজন—সমস্ত চেষ্টা হ'ল ব্যর্থ—আপনার মৃত্যুই হ'ল সাব্যস্ত—

নট। আজ এখানে কি তুমি আমার সন্ধানেই আসনি ?

ডক্টর। মৃতের সন্ধানে লাভ কি ? অপ্রত্যাশিত ভাবেই আপনার দেখা পেয়েছি। সেদিন একটা পার্টিতে রায়বাহাদুরকে আমি মিট করি। তাঁরই আমন্ত্রণে আজ রিহার্স্যাল দেখতে আসি।

নট। রায় বাহাদুর ! রায় বাহাদুর ! তোমার পরিচয় নেওয়া হয়নি। আজও কি তুমি শুধু ডক্টরই আছ ?

ডক্টর। এফ্, আর, সি, এস্ ও।

নট। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্ !

ডক্টর। আজ যদি আপনার দেখা পেয়েছি তবে—

নট। আজও কি তার প্রয়োজন আছে বলে মনে কর ?

ডক্টর। আমার ভক্তিশ্রদ্ধা যাবে ভেসে, অবিচারই হবে আমার সম্বল—সে যে আর আমি সইতে পারছিনা গুরুদেব।

নট। বাইরে দ্বারওয়ানের কাছে তোমার ঠিকানা রেখে যাও, খবর পেলে আবার সঙ্গে দেখা কোরো। গুড্ নাইট !

[নটনাথ মুখ ঘুরাইয়া শুদ্ধ হস্ত প্রসারণে দ্বার নির্দ্দেশ করে। একে একে আলো নিভিতে থাকে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গ্রীণরুম। একপার্শ্বে একখানি বেঞ্চি—অপর পার্শ্বে একখানি ইজিচেয়ার ও আর একখানি সাধারণ চেয়ার। দেওয়ালে একখানি পরমহংস দেবের ও একখানি গিরীশচন্দ্র ঘোষের তৈল চিত্র। আর এক পার্শ্বের দেওয়ালে একখানি নোটিশ বোর্ড। আরাম কেদারায় এলইয়া পড়িয়া চিত্রলেখা, পার্শ্বের চেয়ারখানায় বসিয়া ম্যানেজার হ্যাণ্ডবিলের প্রুফ্ সংশোধন করিতেছিলেন। প্রবেশ করে কুমার বাহাদুর। লোকটি রোগা এবং লম্বা। নাকের নীচে সৌখিন গোঁফ্। চেহারা সুদর্শন কিন্তু অত্যাচার জীর্ণ। কথাবার্ত্তা চালচলনে ধনীর affected pose হাতের দামী অথচ পুরাণ ছড়িটি সর্ব্বদা হাতে নাচাইবার অভ্যাস। গায়ে সেকেলে ধরণের লম্বা পাঞ্জাবী, পরণে ময়লা অথচ কুঁচানো কাপড় গলায় চাদর বুকে পাকাইয়া বাঁধা। পায়ে কার্পেটের জুতা, লোকটির ঘনঘন হাসিবার অভ্যাস—হাসি মিলাইতেই ঠোঁটের কোনে ফুটিয়া উঠে ব্যঙ্গের ছবি।]

কুমার। গুড্ ইভিনিং ম্যাডাম।

[সম্মুখভাগে সেইক্ষণে প্রবেশ করে কালীধন ও একজন অভিনেতা।]

কালী। [নিম্নস্বরে] কিরে মালঝাল আছেত? তুই বাইরে গিয়ে দাঁড়া। দেখো বাবা যেন সট্‌কোনা। মনে রেখ, এক মাঘেই শীত যায়না। দুমিনিটে ম্যানেজ করে ঠিক কেটে বেরিয়ে আসছি।

[অভিনেতা বাহির যায়। কালীধন ম্যানেজারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়।]

ম্যানে। কিহে! খবর কি কালীধন?

কালী। একটা ভারী মজার খবর বলতে এলাম স্যার!

ম্যানে। কি এমন খবর হে?

কালী। সেদিন ও থিয়েটারের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম—ভাবলাম একবার ভেতরের আবহাওয়াটা বুঝে যাই। সম্মুখেই প্রক্সি প্রোপ্রাইটরের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলে,—কিহে! তোমাদের বই কতদূর? তারপরেই একখানা যা ঝাবলাম স্যার—তাক্ লেগে গেল। বল্লাম সিওর হিট্—স্ম্যাস্ হিট! আমাদের ওখানে যা আয়োজন চলছে একেবারে সব কাণা করে ছাড়বে।

[চিত্রাকে চোখ টিপিয়া]

চিত্রাদি একখানা যা পার্ট কর্‌বে—

[চিত্রলেখা হাসিয়া উঠে]

কুমার। আমাদের ম্যাডাম আবার দিদি হ'ল কবে?

কালী। বোনাই শালা হয় যবে।

ম্যানে। কতদিন না তোমায় বলেছি ইন্দির যে ওদের কথায় থেকনা?

কুমার। আমি কতবড় বংশের ছেলে বলুন ত! আমরা অমন যার তার কথায় থাকি না। আমি থাকব ঐ এক্টরদের কথায়!

কালী। টাইট যদি না খেতে চাও ত চেপে যাও। গলাটা আজ আবার ধরে গেছে, একটু রেষ্ট না দিলে—

কুমার। এদিকে রেষ্ট্ না দিয়ে ঐ খাঁটিটায় একটু রেষ্ট্ দেও দিকি

কালী। একটু চেপে। চল্লাম স্যার।

[নমস্কার জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান।]

ম্যানে। কতদিন কতবার তোমায় বলে দিয়েছি কুমার যে ওদের সঙ্গে লেগনা।

কুমার। হা হা হা! ওদের কথায় থাকব আমি! ওদের কথায় থাকা দূরে থাক—ওদের ছায়া কখন মাড়াইনা। যত সব ভ্যাগাবণ্ডস্! কোথাও কিছু হয়নি, এসে জুটেছে থিয়েটারে। কতবড় বংশের

ছেলে বলুন ত ? সে যাক্—যে কথা বলতে এলাম। কাল সন্ধ্যার ঝোঁকে একবার ঘোলাডাঙ্গার দিকে গিয়েছিলাম। আহাহা ! কি মেয়ে !

ম্যানে। ঘোলাডাঙ্গার মেয়ে !

কুমার। গোবরে পদ্ম ফুল স্যার—গোবরে পদ্মফুল ! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ভেরি চিপ্ স্যার—ভেরি চিপ্। টাকায় জোড়া বিকোয়। আন্‌ফরচুনেট্‌লি সঙ্গে পয়সা ছিল না। তাই ভাবছি—আজ আবার রিক্রুটিংএ বেরুব।

ম্যানে। কি হবে ?

কুমার। হাতে থাকলে কোথাও না কোথাও লেগে যাবে। বায়োস্কোপে যে রকম ডিমাণ্ড্—ভাল মেয়ে হ'লে পাঁচ টাকা পার ডে দেয়। যে রকম সময় সময় ওরা মেয়ে হাত্‌ড়ে বেড়ায়—দাঁও মাফিক ঝেড়ে দিতে পারলে মব্‌লক দুপয়সা হাতিয়েও নেওয়া যায়। এই সেদিন, ওরা প্রীতির জন্যে নগদ হাজার টাকা সেলামী নিয়ে বাড়ী বয়ে এসে ঝুলোঝুলি।

চিত্র। হা হা হা !

কুমার। হাসি ? মানে হাসি—

ম্যানে। ও হুম্‌কিত তোমার রোজই আছে।

কুমার। হুম্‌কি ! আমার মত অভাবে যদি আপনাকে কাটাতে হ'ত তাহ'লে আপনিও করতেন। কতবড় বংশের ছেলে ! একটা যা তা ভাবে ত থাকতে পারিনা। কি করে যে আমায় চারিদিক রক্ষা করে চলতে হয়, সে আমিই জানি। অভাবের তাড়নাতেই না—

ম্যানে। স্বভাবের তাড়নায়। বলি, ঐ ঘোলাডাঙ্গায় ঘুর্ ঘুর্ করাটা বন্ধ কর দিকি !

কুমার। এক চোখো লোক আমার স্বভাবের খুঁত ত ধরবেই। কিন্তু, যাদের স্বভাবের দোষে আমার এই অভাব—তাদের নাম একবার কেউ ভুলেও বলে না।

ম্যানে। সে আবার কারা ?

কুমার। কেন, আমার পূর্ব্বপুরুষ ! তাদের স্বভাবের দোষটা তখন যদি কেউ ধরিয়ে দিত, তাহ'লে কি আমায় এ অভাবে বাস করতে হয়। দারিদ্রের মত অভিশাপ আর নেই মানুষের জীবনে ! আমার মুখের ওপর তুলে বাগ্দীর মেয়ে বলে কিনা টাকা না ফেল্লে কথা কইব না ! থাকত আমার রাজবংশের এলাকা—সব পয়জারে টিট করতাম না ! আমার বংশের দোহাই গোটা পণের টাকা ! মাইরি বলছি, না হ'লে চলবে না।

ম্যানে। না না না, আজ আর টাকা নয়। প্রীতির এক্যাউণ্টে, পাঁচশ টাকা এড্ভ্যান্স নিয়ে বসে আছ।

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে ! একদিনে, একদিনে লাক্ ফিরলে—টু দি পাই মিটু করব !

চিত্র। কেন, রায় বাহাদুর ত প্রীতির ওপর ঝুঁকেছে—কিছু হাতিয়ে নিন্ না।

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে ! যার তার কাছে হাত পাতব আমি ! স্যার ! অন্ততঃ আমার বংশের খাতিরে পাঁচটা টাকা।

[ম্যানেজার পকেট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া দেয়—কুমার পকেটে রাখিতে রাখিতে।]

থ্যাঙ্কস্।

[সেইক্ষণে দরজায় উঁকিমারে পাঁচী। অপর দরজায় প্রবেশ করে কার্ত্তিক।]

ম্যানে। কি খবর রে ?

কার্ত্তিক। লাষ্ট সিনের একটা ডিজাইন দেবেন বলেছিলেন।

ম্যানে। ওহোহো ! চল্ চল্ চল্।

[কার্ত্তিকের সহিত ম্যানেজারের প্রস্থান।

[কুমার চিত্রলেখার পার্শ্বে যায়।]

কুমার। ম্যাডাম্ ! এঁকটা কথা বলব ?

চিত্র। কি ?

কুমার। এ গোপন তত্ত্বটা তুমি জানলে কি করে ?

চিত্র। আমাদের চোখকে এড়িয়ে যাওয়া বড় কঠিন কুমার বাহাদুর। উনি সম্প্রতি খুব ঘন ঘন থিয়েটারে আসা যাওয়া করছেন। এক-কালীন কিছু টাকাও থিয়েটারে দিয়েছেন। এ সহৃদয়তা কিসের জন্যে···বুঝতে কি আর দেরী হয়।

কুমার। এখন রায় বাহাদুর আমার মুঠোর মধ্যে।

চিত্র। কততে রফা হ'ল ?

কুমার। রফা ? দশ হাজারের একটি কপর্দ্দক কমে এ শর্ম্মা কথা কইছে না। কত বড় বংশের ছেলে বলত !

[চিত্রলেখা উঠিল]

চিত্র। মোহন বাবুকে ডেকে এলাম, একবার আসতে পারলেন না।

[প্রস্থান]

[এদিকে ওদিকে চাহিয়া কুমার বাহাদুর দেশী মদের ফ্ল্যাস্কটি খুলিয়া পান করে ও চকিতে তাহা পকেটে পুরে। সেইক্ষণে পানের ডিবা হাতে প্রবেশ করে পাঁচী]

পাঁচী। কি গো কুমার বাহাদুর। কোথায় চলেছ ?

কুমার। আর চলা চল—একেবারে অচল অচল।

পাঁচী। কেন—কি হ'ল ?

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে! পকেটে নেই রেস্ত—কি করে চলে বল্?

পাঁচী। বল্‌লেই হ'ল—আমি দেখিনি বুঝি।

কুমার। কি কি—কি দেখেছিস্?

পাঁচী। মশায়ের হাত থেকে যে এখুনি টাকা নিলে।

কুমার। ও কিছুনা কিছুনা! এখুনি আবার রিক্রুটিং-এ বেরুতে হবে কিনা!

পাঁচী। যে চুলোতেই যাও—আমায় গোটা দুই টাকা দেও!

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে! দুটো একটা টাকা পকেটে না থাকলে কি চলে! এখন নয়—এখন নয়।

পাঁচী। উহু! ও সব কথায় পাঁচী ভোলে না।

কুমার। নে, যখন দেখেই ফেলেছিস্। কত বড় বংশের ছেলে! দুটো একটা টাকার জন্যে কি আমরা ভাবি! রুধিরের চলাচল্ হ'ক তখন দেখবি।

পাঁচী। শুনছি নাকি রায় বাহাদুর—

কুমার। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল! কোথায় কি তার ঠিক নেই—

পাঁচী। সে হ'লে কিন্তু আমি কোন কথা শুনব না। হীরের নাক ছবি আগে নেব তবে অন্য কথা!

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে! দেব রে পাগ্‌লি—দেব দেব।

পাঁচী। [এদিকে ওদিকে চাহিয়া] যাই—দিন সময় ভাল না। এখুনি একটা রিপোর্ট হবে।

[পাঁচীর পশ্চাতে কুমারের প্রস্থান। প্রবেশ করে আশু ও নটনাথ।

আশু। আপনি কমিক লাইন নিলেন না কেন? আপনার চেহারায় প্রচুর হাস্যরসের খোরাক আছে—মুখে আছে গাম্ভীর্য্যের ছাপ। আপনি হাসাবেন অথচ হাসবেন না।

নট। হা হা হা! বেশ বলেছেন। হাসবনা অথচ হাসাব। এই ত আমি চাই। আমার বাইরেটা দেখে লোকে হাসবে...আনন্দ পাবে অথচ অন্তরের খবর কেউ রাখবে না। ছেলেবেলা থেকে এক একটা আদর্শ নিয়ে ছেলেরা গড়ে উঠে। স্কুলে ওরা কত কি হবার স্বপ্ন দেখে···আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখতাম ক্লাউন হবার। আজ মনে পড়ে, শীতকালে মাঠে সার্কাসের তাঁবু পড়ত। একদিন সার্কাস্ দেখতে গিয়ে ক্লাউনের অভিনয় দেখে আমি কেঁদে অস্থির।

আশু। [হাসিয়া] ক্লাউনের অভিনয়ে কান্না!

নট। কেন জানি না—আমি কিন্তু কেঁদেছিলাম।

[প্রীতি ও কুমারের প্রবেশ]

আশু। আমি নিজেই যে একদিন সার্কাসে ক্লাউন ছিলাম।

নট। আপনি ক্লাউন? দেখাব দেখাব···অন্তরে বাহিরে আমি ক্লাউন।

প্রীতি। আপনার আজ হ'য়েছে কি বলুন ত?

নট। [সচকিত ভাবে] হা হা হা! ট্রেজেডিয়ান হ'ল ক্লাউন···ক্লাউন হবে ট্রেজেডিয়ান। হা হা হা!

[আশুর প্রস্থান]

কুমার। আপনি একজন জিনিয়াস্!

নট। আমি জিনিয়াস্! হা হা হা!

কুমার। কেমন লাগছে থিয়েটার?

নট। চমৎকার! যতই দেখছি ততই যেন মায়ায় জড়িয়ে পড়ছি। এদের আনন্দ আবেষ্টন কাটিয়ে বোধ করি কোন দিনই আর বেরুতে পারব না। এদের সবাই সুন্দর।

[সহসা প্রীতির সম্মুখে আসিয়া] ঐ মুখ, ঐ চোখ যেন

আমার কত পরিচিত। আমার আজন্মের পরিচয় ওর সঙ্গে। একে দেখলে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়।

[কুমার সন্দিগ্ধ ভাবে কুমারের দিকে চাহিয়া প্রীতিকে বুকে টানিয়া লয়]

কুমার। প্রীতি আমার মেয়ে।

নট। প্রীতি! প্রীতি! মধুর মধুর নাম!

কুমার। প্রীতির জন্ম আমার প্রথম প্রণয়ে···তাই ওর নাম রেখেছি প্রীতি। ওর মা ছিল দেবী।

[নটনাথ হয় চঞ্চল......মুখে ফুটিয়া উঠে ব্যঙ্গের দীপ্তি। কুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পকেট হইতে একখানি ময়লা রুমাল বাহির করিয়া চোখ মুছিবার প্রয়াস পায়]

প্রীতি। ও কি বাবা।

কুমার। হোয়াট্স আপ্ মাদার?

প্রীতি। রুমালখানা আজকে কেচে দিয়েছি, আজকেই নোংরা করেছ?

[কুমার চকিতে রুমালখানি পকেটে পুরে]।

কুমার। [সাশ্চর্যে) কেচে! কেচে মানে, কাচিয়ে কাচিয়ে বল।

প্রীতি। বারে! আমি নিজের হাতে স্নান করবার সময় কেচে দিয়েছি। তোমার গেঞ্জী আর রুমাল যে একসঙ্গেই কাচলাম!

কুমার। ও! ধোপা বুঝি দিয়ে যায়নি? তাই···ও···তাই। কত বড় বংশের ছেলে! আমার কি একটা দুটো গেঞ্জী।···তা বাক্স থেকে একটা বের করে দিলেই হ'ত। ছেলেমানুষ···দুধের মেয়ে·· তুমি কাচবে গেঞ্জী! কি যে যাতা বলিস মা! ওঁরা হয়ত ভেবে বসে থাকবেন···হ্যাঁ, তা হ'লে ঐ কথাই রইল মা। নটার সময় গাড়ী আসবে। তিনি আজ আমাদের খাবার আয়োজন করেছেন।

প্রীতি। আজ আমি কোনমতেই যেতে পারব না। মোহন বাবু বলছিলেন,—আমাকে না পেলে তাঁর কোন মতেই পার্ট তৈরী হবে না।

কুমার। আচ্ছা আচ্ছা···সে যা হয় হবে।

[বেগে মোহনের প্রবেশ]।

মোহন। প্রীতি দেবী! এই যে···

[কুমার বিরক্তিপূর্ণ নয়নে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বাহির হইয়া যায়]

নট। [প্রশংসার ভঙ্গীতে মোহন ও প্রীতিকে দেখিয়া] এন্ আইডিয়েল কপ্‌ল্! চমৎকার! তোমাদের দুটিকে একসঙ্গে দেখ্‌লে আমার মন খুশীতে ভরে উঠে।

[মোহন লজ্জিত হয়······প্রবেশ করে চিত্রলেখা। প্রীতি ও মোহনকে দেখিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া দাঁড়ায়]

চিত্র। মোহন বাবু যে! তবু ভাল, আপনার দেখা পেলাম।

অহি। [নেপথ্যে] প্রীতিদেবী, নটনাথ বাবু! মশায় একবার আপনাদের ডাকছেন।

[প্রীতি ও নটনাথ প্রস্থান করে। মোহন ইতস্ততঃ করিয়া যাইবার প্রয়াস পাইতেই।]

চিত্র। কোথায় যাচ্ছেন? আমাদের সঙ্গে একটু থাকতে হ'লেই যে একেবারে হাঁপিয়ে ওঠেন!

মোহন। আপনাকে দেখলে আমার ভয় করে।

চিত্র। বাঘ ভালুক নই—খেয়ে ফেলবনা। অভয়ই না হয় দিচ্ছি। নির্ভয়ে বসুন! আসুন।

[হস্ত ধারণ করিয়া একখানি বেঞ্চিতে তাহাকে বসাইয়া নিজে বসে।]

মোহন। হাত ছেড়ে দিন! কেউ দেখ্‌লে—

চিত্র। শুধু হিংসেতেই মরবে, কিছু করতে পারবে না।

মোহন। কি বলতে চান?

চিত্র। এত তাড়া কিসের?

মোহন। আজ বাদে কাল প্লে—ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

চিত্র। প্রীতির সঙ্গই কি আপনাকে অভয় দেয়...আর কারুর নয়?

মোহন। আপনার কথা আমি বুঝতে পারিনা।

চিত্র। এ কথা কি সত্য মোহন বাবু যে আপনি প্রীতিকে ভাল বাসেন?

মোহন। আমাকে অপমান করতেই কি—

[সে উঠিয়া ষ্টেজের মধ্যভাগে যায়।]

চিত্র। [উঠিয়া তাহার কাছে যাইতে যাইতে] ছি ছি! কি বল্‌ছেন মোহন বাবু! আপনাকে অপমান করব আমি!

মোহন। নইলে এসব যা তা—

চিত্র। যা তা নয় মোহন বাবু। এ কথা আপনি ভালই জানেন যে এ কতখানি সত্য।

মোহন। তাঁর সঙ্গে আমার পার্ট...তাঁর সঙ্গে রিহার্স্যাল দি...এতে... আর আমি এখানে এসেছি অভিনয় করতে।

চিত্র। প্রেম করতে নয় সেও জানি। কিন্তু, প্রেম বস্তুটি এমন যে কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।

মোহন। আমি বলছি কাউকে ভাল বাসিনা।

চিত্র। [আবেগপূর্ণভাবে তাহার পার্শ্বে যাইয়া] আমাকে ভালবাসবে মোহন?

মোহন। [পিছু হটিয়া] না না, এ আপনি কি বলছেন?

[মোহন পিছাইয়া আরাম কেদারার পার্শ্বে যায়...চিত্রলেখা যাইয়া আরাম কেদারায় বসিয়া সানুনয়ে তাহার হাত দুহাতে ধরিয়া বক্ষে ধরে।]

চিত্র। যা সত্য। বিশ্বাস কর মোহন। জীবন ভরে প্রেম নিয়ে ছিনিমিনিই খেলেছি···আজ আমি ভাল বেসেছি। তোমাকে দেখে আমার সকল গর্ব্ব হ'য়েছে চূর্ণ। আমাকে কি ভাল বাসতে পারনা মোহন ?

মোহন। [সঙ্কুচিত ভাবে হাত ছাড়াইয়া] আপনাকে...হ্যাঁ, আপনাকে দেখে আমার ভয় করে।

চিত্র। আমি কি এতই ভয়ঙ্কর মোহন ?

মোহন। নানা, আপনি সুন্দর...অতি সুন্দর। বোধ করি প্রীতিদেবীর মতই সুন্দরী। কিন্তু ঐ চোখে...আপনার চোখে...

[চিত্রলেখা সচকিতে উঠিয়া।]

চিত্র। কি কি মোহন ?

মোহন। আপনার চোখে কি আছে জানিনা—আমার চাইতে সাহস হয় না। আপনার চাইবার ভঙ্গী—তার তীব্রদৃষ্টি আদেশ করে ভাল বাসতে...আমি আদেশ সইতে পারিনা।

[সে ঘুরিয়া পুনরায় ষ্টেজের মধ্যভাগে যাইয়া দাঁড়ায়।]

চিত্র। আমার চোখে কি শুধু আদেশই ওঠে ফুটে···অনুরোধ নয় ?

মোহন। সে অনুনয় করতে জানেনা। ভালবাসার ব্যাসাতি করে বুঝি তা আপনি হারিয়ে ফেলেছেন।

[চিত্র চকিতে যাইয়া তাহার কণ্ঠ সংলগ্ন হইয়া]

চিত্র। কিন্তু···কিন্তু, আমি কাঁদতে শিখব...শিখব কোমল হ'তে। বল, তুমি আমায় ভাল বাসবে ? তুমি যেদিন প্রথম এলে···প্রথম দৃষ্টিতে আমার কি যেন কি হ'ল। আমার আজন্মের সাধনা মুহূর্ত্তে গেল ধ্বসে।

[মোহন তাহার কণ্ঠ হইতে হাত ছাড়াইবার প্রয়াস পাইয়া।]

মোহন। আমি যাই।

চিত্র। মোহন! মোহন!

মোহন। [কণ্ঠ মুক্ত করিয়া] আমায় ছেড়ে দিন। আপনার মুখে ভালবাসার নিবেদন হয় ব্যঙ্গ, সে যেন চাবুক মারে।

[সে বাহির হইয়া যায়। চিত্রলেখা ছুটিয়া দেওয়ালে আয়নার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়ায়…পরক্ষণেই বুক ভাঙ্গা ক্রন্দনে বেঞ্চির পশ্চাদ্‌ভাগে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ধীরে ধীরে নটনাথ প্রবেশ করিয়া অপরিসীম স্নেহে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে থাকে।]

চিত্র। [চকিতে] মোহন।

নট। সে চলে গেছে।

চিত্র। কে?

নট। মোহন। আমি জানি এমনিই হয়। যে যাকে ভালবাসে সে তাকে পায়না। ভগবানের বিচিত্র খেলা।

চিত্র। কেন এমন হয়? কেন তবে লোকে ভালবাসে?

নট। তবু লোকে ভালবাসে। এই ভালবাসাই রেখেছে জগৎকে মালার মত গেঁথে একত্রীভূত ক'রে।

চিত্র। আপনি হয়ত জানেন—বলবেন?

নট। কি দেবী?

[চিত্র উঠিয়া দাঁড়ায়।]

চিত্র। আমাকে…আমাকে কি কেউ ভালবাসতে পারেনা? আপনি—আপনি কি পারেন আমায় ভালবাসতে?

নট। এ এ আপনি…এ…রকম ভাবে ত কখন ভাবিনি। ভাল…ভালবাসা…হা হা হা…অসম্ভব।

চিত্র। কি?

নট। আমার মুখের দিকে চেয়ে বলুন দিকি, আমাকে কেউ কখন ভালবাসতে পারে? না না, একি বলছি। এ কি উন্মাদনা আজ আমাতে চেপে বসেছে! হয়ত যা হারিয়ে গেছে···না না, হয়ত হয়ত আমি মাতাল হয়েছি।

চিত্র। ওকি! আপনি অমন করছেন কেন?

নট। [বক্ষে হাত বুলাইয়া] কী অসহ্য যন্ত্রণা...এইখানে—এই বুকের মাঝে। যদি প্রকাশ করে বলতে পারতাম! আমার চীৎকার করে কাঁদতে···নানা,···আমার হাসতে ইচ্ছা করছে।

[সহসা নীরবে সে কাঁদে কি হাসে বুঝা যায়না।]

চিত্র। [তাহাকে ঠেলিয়া] নটনাথ বাবু! কী...কী আপনি প্রকাশ করে বলতে চান?

নট। তাইত পারিনা। কি যে বলতে চাই—তাইত জানি না।

চিত্র। আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

নট। [আত্মস্থ হইবার প্রয়াস পাইয়া] হ্যাঁ···হ্যাঁ···হ্যাঁ! এমনি মাঝে মাঝে হয়। এইখানে [বুকে হাত বুলাইয়া] এইখানে একটা কি অসহ্য যন্ত্রণা...দম্ যেন বন্ধ হ'য়ে আসে। [প্রকৃতিস্থভাবে] ভালবাসা···ভালবাসার ইঙ্গিত আমি পেয়েছি। আবার সে জেগে উঠেছে। ঐ ঐ...যে তার ইঙ্গিত আমি শুনতে পেয়েছি।

চিত্র। কে···কে জাগিয়ে তুললে?

নট। সে।

চিত্র। কে?

নট। আপনি।

চিত্র। আমি?

নট। আপনি, প্রীতি, মোহন এরা সবাই...এরা সবাই। তারা আমায় পাগল করে তুলেছে...পাগল করে তুলেছে।

[ষ্টেজে নৃত্য সঙ্গীত স্পষ্ট হয়।]

ওই, ওই ওরা ওরা নাচছে। চির চঞ্চল যৌবনের মূর্ত্ত প্রতীক্ ওই অহল্যা বন্দনা নৃত্যে দেবরাজকে বন্দনা করছে, দুঃস্থ গৌতম ...বিগত যৌবন মূর্খ গৌতমের স্থান, সে যৌবন অভিসারে কোথায়? মোহন আর প্রীতি, সেই যৌবনের উদ্দাম প্রবাহ এনেছে এই মঞ্চে। তাদের উচ্ছল চঞ্চলতা...তাদের আবেগ-পুলক বাণী...তাদের নৃত্য দোদুল ছন্দ...তাদের তাদের—

[বিমুগ্ধভাবে]

প্রীতি! প্রীতি! প্রীতি! প্রীতির স্থান মোহনের পাশে।

চিত্র। নটনাথ বাবু!

নট। দেবী! এ সত্য, এ সত্য। বুঝি সে যৌবনের অভিযানে আমাদের স্থান নেই।

[নটনাথ বিকটরবে হাসিয়া উঠে।]

তৃতীয় দৃশ্য।

[শূন্য রঙ্গমঞ্চ। ব্যস্তভাবে পরিচালকের প্রবেশ—পশ্চাতে অহিভূষ বগলে বই—নাকে চশমা।]

পরি। ওয়েক আপ্—ওয়েক আপ্ বয়েজ! লাইট—লাইট!

[উপর হইতে সম্মুখভাগে ঝুঁকিয়া পড়িয়া।]

প্রফুল্ল। কি লাইট দেব স্যার?

পরি। চার্টএ কি লাইট আছে?

প্রফুল্ল। লাইটের যে নোট করা হয়নি স্যার।

পরি। করে নেও। বলত অহিভূষণ একবার সিনটা?

অহি। ইন্দ্রসভা। দেবোস্থানে ইন্দ্র, শচী ও সভাসদ্‌গণ আসীন। উপরে চন্দ্রমা—দেবরাজের চক্ষে ঘনিয়ে এসেছে প্রেমের আবেশ উর্ব্বশী নাচিতেছে—

পরি। ব্যস্ ব্যস্! ওহে, পেছনে একখানা ফ্ল্যাট্ ফেলে দেও দিকি!

[ফ্লাট পড়িল।]

প্রফুল্ল। এম্বারের সঙ্গে গ্রীন মিশিয়ে দেব কি?

পরি। বিকাশ গেল কোথায়?

অহি। তাকেত দেখছিনা স্যার।

পরি। যত সব মাতাল নিয়ে হ'য়েছে কাজ! যত সব মাতালের মরণ!

[প্রবেশ করে বিকাশ হাতে তার লাইটের চার্ট।]

বিকাশ। মরণ! বলে বিকাশ মরবে। বিকাশ যদি মরেত এ অভিনেতাদের জন্যে চোখের জল ফেলবে কে?

প্রফুল্ল। স্যার!

বিকাশ। এম্বার···এম্বার···এণ্ড্ লাইট ব্লু।

পরি। নোট করে নেও হে!

বিকাশ। এদের মজ্জায় মজ্জায় ধিকার দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চাই। এরাও যে মানুষ—এদেরও যে বাঁচবার অধিকার আছে আর পাঁচ জনের মতই, তা এরা কবে বুঝবে?

প্রফুল্ল। স্যার?

বিকাশ। [প্রফুল্লের দিকে চাহিয়া] এদের স্বাধীকার এরা দাবী করবে কবে? বলে মদ খাই—কেন খাই—কিসের দুঃখে খাই?

পরি। হ'ল কি বিকাশ?

বিকাশ। হল কি? অন্তরে যাদের বেদনার স্তূপ, অঙ্গে দৈন্য—কপালে কলঙ্কের জয়টীকা—রাতের পর রাত তারাই করে সাধারণের মনোরঞ্জন। সে কথা কেউ জানে?

প্রফুল্ল। একটা স্পট্ দেব কি ইন্দ্রের মুখের ওপর?

বিকাশ। নো স্পট্! এদেরই গৃহে নেই শিশু পুত্রের মুখে এতটুকু দুধ। পেটে নেই পুষ্টিকর আহার। এদেরই মা বোন মরে অনাহারের জ্বালায়—রোগে, শোকে, অচিকিৎসায়। এরাই বাংলার শিল্পী, এরাই বাংলার রূপ জীবি!

পরি। হিয়ার ইজ্ এ রূপী ফর ইউ বিকাশ!

বিকাশ। আজকের দিনে আর একটি টাকা ভিক্ষে চাই স্যার।

পরি। O.K.!

[তিনি দুইটা টাকা তাহাকে দেন। প্রবেশ করে জ্ঞানেন্দ্রবাবু। চোখে তার জল—মলিন বসন।

জ্ঞান। [কাঁদিতে কাঁদিতে] আমায় বিদায় দিন স্যার, আমি চল্‌লাম।

পরি। হঠাৎ হ'ল কি?

[কালীর প্রবেশ]

জ্ঞান। দুটো টাকা চেয়েছিলাম—আজ সারাদিন ঘরে কারু খাওয়া হয়নি।

কালী। বল্লাম জ্ঞানকে যে এখন যেওনা মশায়েব সামনে মেজাজ তিরিক্ষে হ'য়ে আছে।'

পরি। ছেলেপুলের পেটের ক্ষিদেত মশায়ের মেজাজের অপেক্ষা রাখেনা।

[কালীর প্রস্থান।

বিকাশ। না দেওয়াটাও সহ্য হয়—কিন্তু, এ স্পর্দ্ধা যে এদের আজ সাধারণ সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এর গতিরোধ করবে কে? ক্ষুধার জ্বালায় যে হয় প্রার্থী, তারই প্রাপ্য গণ্ডায় তাকে বঞ্চিত করে, দ্বারওয়ান ডেকে এরা পৌরুষ জাহির করে। আর এই বঞ্চিতেরা, শুধু চোখের জলে ভগবানকে ডেকেই থাকবে নিরস্ত?

পরি। এ কথা শুনে প্রতিবাদে কথা খরচ করে এদের সঙ্গে ঝগড়া করতেও লজ্জা বোধ হয়। এ স্পর্দ্ধা এরা কোথায় পায় জানিনা। সামান্য টাকা, হয়ত পনের টাকারও বেশী এর মাহিনা নয়।

জ্ঞান। তিন মাসের মাহিনা পড়ে।

পরি। সামান্য কাজ করে—বই কপি করে। এর কাছে এ পৌরুষের মূল্য কি?

বিকাশ। এই দুটো টাকা নিয়ে আজ তুমি ঘরে যাও। এ পরেশদারই দান।

[জ্ঞানকে লইয়া বিকাশের প্রস্থান। ব্যস্তভাবে ম্যানেজারের প্রবেশ সঙ্গে রায়বাহাদুর।

ম্যানে। ওহে পরেশ—পরেশ, এই যে! এরই পেছনে একখানা সিন খাটিয়েছে—বিকাশের ডিজাইন। দেখ, কি চমৎকার এঁকেছে। গৌতমের কুটীর।

অহি। তবে এই সিনটাই আরম্ভ করি—এইখানেই অহল্যার কাছে ইন্দ্র আসছে। [হাঁকিয়া] গৌতমের তপোবন।

[বিকাশের প্রবেশ।

বিকাশ। ডার্ক আউট !

সে অপর দিকে চলিয়া যায়। সম্মুখে ফ্ল্যাট উঠিয়া যায়।

দৃশ্য—গৌতমের তপোবন

[সম্মুখে তপোবন মধ্যে গৌতমের কুটীর, পশ্চাতে প্রান্তর ও পর্ব্বত শ্রেণী ...তাহারই বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটি ঝরণা পড়িতেছে।...কুটীর সম্মুখে অহল্যা গীতকণ্ঠে বসিয়া।...চক্ষে তার এক নিদারুণ অতৃপ্তির জ্বালা—মুখে তার ব্যর্থ যৌবনের ব্যথা। তাহারই অন্তরের অন্ধকার যেন প্রকৃতির বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গগন মেঘাচ্ছন্ন...বৃষ্টি পড়িতেছে।

গীত

সাথী হারা মোর মনের মাধবীরে
কেমনে লুকাবি প্রাণের গভীরে
গোপন গন্ধটিরে !
তোর আশা মুকুলের দল
হ'ল মধুভারে উচ্ছল
তোর সঞ্চিত সুধা বহিতে পারেনা
প্রাণের বৃন্তটিরে।

[গীত অন্তে সে লুটাইয়া পড়ে ভূমিতে। প্রবেশ করে নৃত্যছন্দে গীতকণ্ঠে মদন ও রতি।]

গীত

মদন। কামনার ফুলশর হানি
মনবনে ফিরি মৃগয়ায়।

রতি। কুসুম শায়কে জানি জানি
প্রাণ কাঁদে প্রেম বেদনায়।

মদন। বিঁধিলে হৃদয় ফুলবানে—

রতি। দেবতারও চোখে জল আনে ;

উভয়ে। মানবীর মধু প্রেম গানে
আকাশ মাটীরে বাঁধে হায়।

[তাহারা নৃত্যছন্দে প্রস্থান করে। অহল্যার দেহ এক অস্থির চাঞ্চল্যে দুলিয়া উঠে।]

[প্রকৃতির বুকে ব্যথার ছায়া হয় অপসারিত···সোণালী বর্ণ বিভায় বনভূমি সমুজ্জ্বল হয়। বসন্তের আবাহনে বনবীথি অপূর্ব্ব শোভাধারণ করে। অহল্যা গাহিয়া উঠে।]

গীত

বসন্ত পাখী ডাক দিয়ে যায়
কামনার বনশাখে।
ঘুমাতে দিওনা প্রেমারুণ রাগে
প্রেম যদি প্রাণে জাগে।
কেন দীপ নিভে বারে বারে
তোর মগণ তৃষায় দ্বারে,
কেন ছিঁড়িয়া বীণার হৃদয়ের তার
ভাঙ্গিবি স্বপ্নটীরে।

[গীত অন্তে পুলক আবেশে সে একখানি উপলখণ্ডে এলাইয়া পড়ে।]

মদন। [নেপথ্যে] এই আমি ত্যাজিলাম শর,
লক্ষ্য মোর দেবরাজ ইন্দ্রের হৃদয়।

[দূরাগত গীত শব্দ ভাসিয়া আসে। দেখা যায় দূর প্রান্তর পথে তাপস বেশী ইন্দ্র গীত কণ্ঠে আসিতেছে।]

গীত

স্বরগ কাঁদে যে প্রেম বেদনায়
হায় হায় !
তৃষিত গগন মাটীরে স্বপনে চায়।
মন্দারগুলি ঝরে পড়ে ধরণীতে
মুকুল ঝরানো বকুলের শরণীতে
দেবতার প্রেম তিয়াসার কূলে
মানবীর মন ছায়।

[অহল্যা গাহিয়া উঠে নৃত্য ছন্দে।]

গীত

একি জাগরণ ! একি শিহরণ !
আমারি হৃদয় মাঝে।
কে তুমি এলে গো তরুণ অরুণ
প্রেমিকার মধু লাজে।

হৃদয় কমল মেলে
সুরভি রেখেছি জ্বেলে
শতগান আজি কামনার মত
মনের বীণাতে বাজে।

[অহল্যা নৃত্যছন্দে ইন্দ্রের পদে প্রণতা হয়। ইন্দ্র বাহু প্রসারণে তাহাকে বক্ষে ধরে ও কুটীর অভ্যন্তরে প্রস্থান করে। মদন ও রতির প্রবেশ।]

মদন। হয়েছি বিজয়ী এবে
এইবার আমাদের খেলা।
এস রতি।
তুমি আর আমি
বহু রূপে বহু ভাবে
দুজনারে করিব প্রকাশ।

[বনবালাগণ নৃত্যছন্দে বাহির হয়।]

গীত

পঞ্চশর আজ লক্ষ শায়ক হ'য়ে
হৃদয় জয়ের তীরে
অনুরাগের পুষ্পধূলায়
আবির হ'য়েই ফিরে।
পঞ্চশরে প্রেমের আগুন জ্বলে
হৃদয় গলে চক্ষু ভরে জলে
রাঙিয়ে ওঠে পঞ্চশরের বরে
প্রণয় কুসুমতীরে।

[গীতের মধ্যভাগে ইন্দ্র ও অহল্যা বাহুবদ্ধভাবে কুটীর হইতে বাহির হইয়া কুটীর সম্মুখে দাঁড়ায়। গীতের শেষভাগে পশ্চাতে ধীরে ধীরে বাহির হয় নটনাথ। সে আসিয়া উভয়ের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করে।]

নট। এ্যান্ আইডিয়েল কপ্‌ল্! চমৎকার! চমৎকার অভিনয় করেছ।

[তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে বেগে উন্মত্তবৎ প্রবেশ করে রায় বাহাদুর।

রায়। অশ্লীল! অশ্লীল!

[পশ্চাতেই প্রবেশ করে ম্যানেজার।]

ম্যানে। অভিনয়—এমাত্র অভিনয় রায় বাহাদুর!

রায়। অভিনয় হলেও এই অশ্লীলতার ইঙ্গিত—

[অপর দিক হইতে প্রবেশ করে বেগে কুমার বাহাদুর।]

কুমার। কতবড় বংশের ছেলে! চলবেনা—এসব চলবেনা। কতবড় বংশের মেয়ে! না, না, প্রীতি চলে এস!

[নটনাথ ধীরে ধীরে পশ্চাতের অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়। কুমার বাহাদুর প্রীতির হাত ধরিয়া সম্মুখ ভাগে লইয়া আইসে।]

প্রীতি। বাবা!

কুমার। না না কোন কথা নয়—চলে এস। কতবড় বংশের ছেলে আমি সইব এসব যাতা!

ম্যানে। শোন—শোন ইন্দির! আমি পরেশকে বলে দিচ্ছি।

[রায় বাহাদুরের পার্শ্বে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া।]

আপনি স্থির হন রায় বাহাদুর। এখুনি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

কুমার। না না, এখানে অভিনয় করা চলবেনা। এস এস, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

[বেগে কালীর প্রবেশ]

কালী। অম্‌নি নিয়ে যাব বললেই নিয়ে যাব আমাদের অভিনয় ও প্রযোজনার স্বাধীনতার ওপর এই যথেচ্ছাচার আমরা সইব না।

[অপর দিক হইতে বিকাশের প্রবেশ।]

বিকাশ। বয়েজ!

[অন্যান্য অভিনেতৃবর্গ প্রবেশ করে।]

কুমার। সব যে মারমুখী—মারবে নাকি ?

কালী। [ঘুষি লাগাইয়া] এ স্বেচ্ছাচারের কণ্ঠরোধ করতে যদি প্রয়োজন হয়ত তাই করব।

প্রীতি। [আকুল কণ্ঠে] বাবা। তুমি এখান থেকে যাও।

কুমার। না না…

[সেইক্ষণে মোহন আসিয়া প্রীতির হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে।

মোহন। আপনি এখান থেকে চলে আসুন প্রীতিদেবী।

কুমার। মানে...এসবের মানে ?

[বিকাশ কুমারের কণ্ঠ বাহু বন্ধনে ধরে। কালী ঘুঁষি বাগাইয়া দাঁড়ায় —ম্যানেজার রায় বাহাদুরকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার প্রয়াস পায়। সেইক্ষণে ধীরে ধীরে নটনাথ পশ্চাতে মধ্যভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়া বিরাট ব্যঙ্গভরে হাসিয়া উঠে।

চতুর্থ দৃশ্য

গ্রীণরুম। প্রীতি একখানি চমৎকার শাড়ী পড়িয়া একখানি সোফা হাতলের উপর বসিয়াছিল—পার্শ্বে কুমার বাহাদুর দাঁড়াইয়া ছিলেন।

কুমার। অনেক করে রায়বাহাদুরকে ঠাণ্ডা করেছি মা! কত বড় বংশের ছেলে! এক কথায় জল করে দিলাম। কেমন শাড়ীখানা বলত মা?

[প্রীতি প্রশংসার ভঙ্গীতে আপন অঙ্গবাসের দিকে হাসিয়া চাহে।]

প্রীতি। সুন্দর কাপড়খানা!

কুমার। হা হা হা! রায়বাহাদুর—রায়বাহাদুর পাঠিয়েছেন মা!

[প্রীতির মুখ হয় গম্ভীর]

শুধু এই নয়—আরও কিছু দেবেন।

[প্রবেশ করে রায় বাহাদুর পকেট হইতে একটি জুয়েলারী কেশ বাহির করিতে করিতে। তাঁহার পরণে ড্রেস্ স্যুট্।]

আসুন, আসুন রায়বাহাদুর!

রায়। ওঁর এ নাটকে সাজবার জন্যে কতগুলো রিয়েল মুক্তোর গহনা এনেছি।

[কুমার চকিতে তাঁহার পার্শ্বে যাইয়া তাঁহার হস্ত হইতে কেস্‌টি লইয়া খুলিয়া লোভাতুর দৃষ্টিতে গহনাগুলির দিকে চাহিয়া থাকে।]

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে! মুক্তো চিনিনা! উহুঁ! এ বইতেত এ পরা চলবে না। হা হা হা! কত বড় বংশের ছেলে! যখন এনেছেন তখন থাক্। [পকেটে পুরিয়া] এর পরের বইতে লেগে যাবে।

[রায় বাহাদুর অন্য পকেট হইতে এক গাছা গলার হার বাহির করিয়া।]

রায়। এক গাছা রিয়েল গলার হারও এনেছি।

কুমার। হা হা হা! কত বড় বংশের ছেলে! গলা চিনিনা! ঠিক এনেছেন।

[একবার প্রীতি ও রায়বাহাদুরের দিকে চাহিয়া]

আমি তাহ'লে আসি।..

[প্রস্থান]

প্রীতি। দেখি দেখি! চমৎকার হার ছড়া!

[দেখিয়া ফিরাইয়া দেয়। রায় বাহাদুর হার ছড়া সম্মুখে ধরিয়া।]

রায়। আপনার যদি আপত্তি না থাকে—

প্রীতি। সে পরা ঠিক হবেনা।

রায়। কেন?

প্রীতি। এতে অনেকে অনেক কথা বলতে পারে।

রায়। এতে বলবার কি আছে?

প্রীতি। হুঁ, এরা বলে। পরের ভাবনায় এদের ঘুম হয়না।

[প্রবেশ করে বেগে ইন্দ্রবেণী মোহন হাতে তার একগাছা ফুলের মালা।

মোহন। প্রীতিদেবী! ঐ কাপড়খানার সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে এই মালা গাছা এনেছি।

প্রীতি। [চকিতে উঠিয়া আনন্দে মুখ ভরিয়া] দেখি দেখি।

[মোহন প্রীতির গলায় মালা গাছা পরাইয়া দেয়।

কি সুন্দর মালাগাছা! কি সুন্দর গন্ধ।

[মোহন সহসা রায় বাহাদুরকে দেখিয়া অপ্রস্তুত ভাবে।

মোহন। ও। আপনি ?…নমস্কার।

[প্রস্থান। প্রীতি হাসিয়া উঠে।]

প্রীতি। এমন লাজুক মানুষ আর দেখিনি! দেখলেন কেমন করে পালালেন ?

রায়। ওঁকেই বোধ করি আপনি সবচেয়ে…

প্রীতি। ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা করছেন ?

[রায় বাহাদুর ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। প্রীতি আসিয়া বসিতে বসিতে।

ওঁকে আমার বেশ লাগে। এমন সরল আর নিরীহ যে কোন ষড়যন্ত্রেরই ব্যূহ ভেদ করে উনি এগুতে পারেন না। তাই ওঁকে আগলাবার ভার পড়েছে আমার ওপর।

রায়। কেন, হঠাৎ যদি কেউ ছিনিয়ে নেয় ?

প্রীতি। সে সম্ভাবনাও আছে। বাংলার রঙ্গমঞ্চ একটি সৃষ্টি ছাড়া স্থান। এখানে ভিতরে বাহিরে সর্ব্বক্ষণেই সতর্ক থাকতে হয়। এতটুকু দুর্ব্বলতা কোথাও প্রকাশ পেয়েছে কি, অমনি টরপেডোড হ'য়েছেন। বিশেষ করে নবাগতদের পক্ষে ত বটেই।

রায়। সত্যি—আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনার প্রীতি নাম সার্থক হ'য়েছে। প্রীতি! প্রীতি! কি চমৎকার নাম!

প্রীতি। ভালবাসার আর এক নাম যে প্রীতি।

রায়। [সহসা আগ্রহভরে অগ্রসর হইয়া] সত্যি প্রীতি! তোমাকে এত ভাল লাগে। নারীর আকর্ষণ যে এত তীব্র হ'তে পারে … তোমার সংস্পর্শে আসবার আগে কখন জানিনি। তোমার মত এমন করে আমার অন্তরকে স্পর্শ করতে আর কোন নারী কখন পারেনি। জীবনের চলতি পথে কত নারীর সংঘাতেই

না এসেছি। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবারও বহু সুযোগই পেয়েছি। কিন্তু, এমন করে অন্তরের নিরুদ্ধ উৎসকে উন্মুক্ত কর্‌তে, আর কোন নারীই পারেনি। বল প্রীতি—তুমি আমার হবে? প্রীতি! প্রীতি!

[জানু পাতিয়া ভূমিতে বসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করে। প্রীতি দাঁড়াইয়া হাত ছাড়াইবার প্রয়াস পায়।

প্রীতি। ছি ছি, কি কর্‌ছেন! হাত ছেড়ে দিন।

ম্যানে। [নেপথ্যে] অদ্ভুত! অদ্ভুত রিহার্স্যাল দিলে ভায়া!

[রায় বাহাদুর চকিতে উঠিয়া দাঁড়ান। প্রবেশ করে ম্যানেজার, নটনাথ, কুমার বাহাদুর ও অহিভূষণ।

কুমার। কেমন বলেছিলাম কিনা যে একখানা জুয়েল! কত বড় বংশের ছেলে! জুয়েল চিনি না!

[হঠাৎ রায় বাহাদুরের প্যান্টের দিকে চাহিয়া সম্মুখ ভাগে ডাকিয়া লইয়া নিম্ন স্বরে।

হাঁটুটা ঝেড়ে ফেলুন—ঝেড়ে ফেলুন। এখানে মেঝেতে বড্ড ধূলো!

[রায় বাহাদুর লজ্জিত ভাবে এদিকে ওদিকে চাহিয়া ঝাড়িবার প্রয়াস পান।

পরেশ। [নেপথ্যে] অহিভূষণ! অহিভূষণ কোথায় গেলে হে? প্রীতি—প্রীতিকে ডেকে আন।

[অহিভূষণ ও প্রীতি বাহির হইয়া যায়।

কুমার। এই যে আমাদের নটনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। রায় বাহাদুর!

নট। নমস্কার। জানি একদিন পরিচয় হবেই।

রায়। নমস্কার।

ম্যানেজার। আসুন রায় বাহাদুর, আমরা যাই।

[ম্যানেজার ও রায় বাহাদুরের প্রস্থান।

কুমার। নটনাথ বাবু, আপনি একজন বর্ণ এক্টর মশায়। কত বড় বংশের ছেলে! এক্টর চিনি না! আহাহা! রিহার্স্যালেই এই—অভিনয়ে না জানি সোণা ফল্‌বে—সোণা ফল্‌বে। কত বড় বংশের ছেলে! সোণা চিনি না!

[এদিকে ওদিকে চাহিয়া।

দুটো টাকা আছে স্যার?

[নটনাথ দুইটা টাকা দিয়া একখানি সোফায় বসে। কুমার আর একখানি সোফায় বসে।

নট। মেয়ের ব্যবস্থা কত দূর কি কর্‌লেন?

কুমার। ঝঞ্ঝাট্! ঝঞ্ঝাট্! একটা না একটা লেগেই আছে। কত বড় বংশের ছেলে! আমাকে কত দিকে বজায় করে চল্‌তে হয় বলুন দিকি!

[নটনাথ হাসিয়া উঠে]

আপনি ভাব্‌ছেন ঠাট্টা! ঠাট্টা নয়—ঠাট্টা নয়, নটনাথ বাবু! এইখানে—এই বুকের মধ্যে আগুন জ্বল্‌ছে। পুট্ এ কোল ইট্ উইল বিকাম্ এ চার্‌কোল্। আই এম্ এ ট্রাজিক্ ম্যান্।

[কুমার উঠিয়া নটনাথের পার্শ্বে যাইয়া বসে

নট। আর কোন উপায় নেই?

কুমার। উপায়! বলি, এ ছাড়া পয়সা রোজগারের আর কোন উপায় আছে বল্‌তে পারেন?

[নটনাথ অসহ্য জ্বালায় পরিক্রমণ করিয়া।

নট। রায় বাহাদুর! রায় বাহাদুর!

কুমার। টু বি ফ্র্যাঙ্ক উইদ্ ইউ, জানেন, ঐ রায় বাহাদুর আমার টুঁটি চেপে ধরেছে। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ওরই ফাঁদে পা দিতে হবে। বল্‌তে পারেন, এ ছাড়া আর কোন উপায় আছে?

নট। আছে। ফুলের মত নিষ্কলঙ্ক ঐ মেয়েটিকে এমন কারু হাতে দিন, যে তাকে আদর কর্‌বে—ভালবাস্‌বে। মোহন—ঐ মোহনের হাতে দিন।

কুমার। মোহন! হাহাহা! ভালবাসে অনেকে—টাকা, টাকা দেয় কে? কত বড় বংশের ছেলে! এদের পকেটে নেই আধলা, বুক ভরা আছে প্রেম।

নট। রায় বাহাদুর তাকে নিয়ে কি কর্‌তে চান?

কুমার। বিয়ে।

নট। বিয়ে না করেই সে নিতে চায় এবং বিয়ে না করেই সে নেবে।

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে! অমনি নেবে বল্‌লেই নেবে।

নট। পয়সার ফাঁদ পেতে যে নারীকে ধরে...সেই ফাঁদেই সে তাকে ধর্‌বে। বিবাহের অনুষ্ঠানে নয়।

কুমার। তবে একটা গোপন কথা বলি। প্রথম জীবনের ভোগের বুভুক্ষা ওর মিটেছে, এখন তার বুকে জেগেছে ভালবাসা।

নট। ভালবাসা!

কুমার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালবাসা। কত বড় বংশের ছেলে! ভালবাসা চিনি

না! তবে বলি ভাই—বিয়ে হ'লেও যা, না হ'লেও তাই। আমি যে তিমিরে, আমি সেই তিমিরেই থাক্‌ব।

নট। [সাশ্চর্য্যে] কেন?

কুমার। বেইমান—বেইমান! তখন কি ঐ মেয়ে ভেবেছ আমার মুখ চাইবে? থাকৃত এই রাজবংশের রক্ত গায়——

নট। কে তবে সে? আপনার প্রকৃত মেয়ে তবে সে নয়?

কুমার। মেয়েত বটেই···তবে কিনা·· মেয়েত বটেই...দেখ···কি বলতে কি বলছিলাম। মেয়ে? মেয়ে?··

[হঠাৎ ভিতরে হট্টগোল হয়, নটনাথ ও কুমার উঠিয়া দাঁড়ায়।

ওকি? হঠাৎ হল কি?···তবে একটা কথা শুন্‌বে ভায়া?... [নটনাথ সবিস্ময়ে চাহে] প্রকৃতির পরিহাস। একটা রহস্য···রাজ-বংশের অতি গুহ্য রহস্য। গত একশ বছরের মধ্যে এই রাজবংশে একটি ছেলে জন্মেনি। তুমি বল্‌বে, আমি কোথা থেকে এলাম? কিন্তু, আমি যে কোথা থেকে এলাম, সেইটিই হ'ল রহস্য। তবু আমি এসেছি। হা হা হা!

নট। আমি জানি এ তোমার মেয়ে নয়।···

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে! মেয়ে চিনি না!

[কালীধন চিত্রলেখাকে কোলে করিয়া আনিয়া একখানি সোফার উপর শুয়াইয়া দেয়। অহিভূষণ পাখার অভাবে বই দিয়াই হাওয়া করিতে থাকে। ম্যানেজার ব্যস্তভাবে প্রবেশ করেন।

ম্যানে। ডাক্তার! ডাক্তার! ওহে, তোমরা কেউ একজন ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আন না!

[তিনি অস্থিরভাবে পরিক্রমণ করিতে থাকেন। নটনাথ সকলের অলক্ষে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যায়।

কালী। ডাক্তারের কোন প্রয়োজন নেই স্যার। আমি এখুনি ঠিক করে দিচ্ছি। মনে আছে অহিভূষণ, সেবার সেই বিদেশে যেতে ষ্টীমারে ?

অহি। কি আর জানি না ভায়া, বল না।

[অপরাপর মেয়েদের প্রবেশ।

কালী। তোরা সব একটু বাইরে যানারে ? নইলে আবার একটা হাঙ্গামা বাধাবি ? এখানে এ রোগ বড় সংক্রামক। সেবারে সেই ষ্টীমারে যেতে—মনে পড়ে অহি, একবারে সব পাইকারী দরে পড়্তে লাগ্ল।

ম্যানে। যা যা—এখান থেকে সব যা।

রাণী। আমরা একটু দেখ্ব না বাবা ?

কালী। দেখ'খন পরে। একবার সরে দাঁড়াও না, সোণার চাঁদেরা !

[মেয়েরা ক্ষুন্নমণে একে একে যাইতে থাকে।

রাণী। কালি বাবুর কথাত নয় যেন চাবুক। মানুষের মুখে কি একটু মিষ্টি কথাও থাকতে নেই গা।

কালী। কানে ত তোমার মধু দিইনি। যদি দিতাম, সব মিষ্টি শুনতে।

রাণী। বাবা !

[প্রস্থান।

কালি। অহি ! মশায়কে একবার সরিয়ে নিয়ে যাও না। ব্লাড প্রেসারটা বেড়ে যেতে কতক্ষণ ?

অহি। মশায় একটু বাইরে হাওয়ায় চলুন।

ম্যানে। কিন্তু—

কালী। সেজন্যে ভাববেন না—আমি দু মিনিটে ম্যানেজ করে দিচ্ছি।

[ম্যানেজারের প্রস্থান।

এইবার ব্যাপারটা খুলে বলত, অহিভূষণ?

অহি। মোহনের সঙ্গে স্থার পার্ট রিহার্স্যাল দিচ্ছিলেন, হঠাৎ এমন একটা ফিলিংস্ দিলেন—

কালী। যে এক ধাক্কাতেই কুপোকাৎ? ওহে কুমার বাহাদুর! একবার মোহনকে ডাক না—হাওয়া করুক।

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে! আমি থাক্‌তে লেডির হাওয়া হবে না।

কালী। ক্যাডাভারাস্! জমীন্দার লোক যেইসা বেকুব হোতা!

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে! আমায় অপমান!

কালী। [ঘুঁষি বাগাইয়া] দেখেছ? একটি ঘুঁষিতে বংশ লোপ পাইয়ে দেব।

কুমার। গুণ্ডা! গুণ্ডা!

[প্রস্থান।

কালী। ওহে অহিভূষণ! একবার দেখ না ভাই!

[মোহনের প্রবেশ।

এস এস ভায়া! এত বড় একটা এক্সিড্যাণ্ট্ আর তুমি কোথায় ছিলে? নেও, একটু মুখে চোখে জল দেও।

[সেইক্ষণে একজন এক গ্লাস জল লইয়া প্রবেশ করে। মোহন মুখে চোখে জলের ছিটা দিয়া হাত বুলাইতে থাকে।

চিত্র। আমি কোথায়? আমি কোথায়?

কালী। আহাহা! রিহার্স্যালটা যদি সময়ে দিতে, তা হ'লে কি এমন হয়।

[ম্যানেজার ব্যস্তভাবে প্রবেশ করেন মাথায় আইস্‌ব্যাগ্ ধরিয়া। তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করে কুমার বাহাদুর।

ম্যানে। কি খবর হে ?

কালী। ও, কে—স্যার ! (O. K.)

ম্যানে। বাইরে গাড়ী তৈরী আছে—ওকে বাড়ী পাঠিয়ে দেও। সঙ্গে একজন কেউ যাও।

কুমার। সেত যেতেই হবে। কত বড় বংশের ছেলে ! লেডির মর্য্যাদা বুঝি। ও সব কাজে আমরা পেছপাও নই।

কালী। রিলাপ্স কর্‌বে যখন—সাম্‌লাবে কি তুমি ? চল চল মোহন আহা ! একটু ধর না ভাল করে···এই এই রকম করে—একটু ধর না ভায়া।

[মোহনের গায় ঢলিয়া চিত্রলেখা বাহির হইয়া যায়। কালী ম্যানেজারের পার্শ্বে আসে। অহিভূষণ চাহিয়া কালীর কাণ্ড দেখে।

[খিঁচাইয়া] ওহে অভিভূষণ—কি দেখছ, একবার ওদের সঙ্গে যা না।

[অহিভূষণ বিরক্তমুখে বাহির হইয়া যায়

কালী। সঙ্গে দুটো টাকা আছে স্যার ?

[দুইটা টাকা লইয়া কালীধনের প্রস্থান ও তৎপশ্চাতেই ম্যানেজার প্রস্থান করেন। ধীরে ধীরে প্রবেশ করে নটনাথ। মধ্যভাগে স্থির উর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। অপর দিক হইতে প্রবেশ করে প্রীতি।

প্রীতি। মোহন বাবু ! [সম্মুখে নটনাথকে দেখিয়া] ও ! আপনি !

নট। মোহন নেই।

প্রীতি। চিত্রাদি বাড়ী গেছেন ?

নট। মোহন সঙ্গে গেছে।

প্রীতি। মোহন বাবু বলেন, চিত্রাদি তাঁকে ভালবাসে। এ কথা কি সত্য ?

নট। বোধ করি সত্য।

প্রীতি। কেমন ভালবাসেন ? এমনি, সবাই যেমন সবাই কে ?

নট। হয়ত তাই, কিম্বা তার চেয়েও বেশী।

প্রীতি। আপনাকে আমার বেশ লাগে। কেমন যেন কোথাও এতটুকু আড়ম্বর নেই। এমনি থিয়েটার জায়গা যে মনের কথা খুলে কাউকে বলতে পাইনে।

নট। বলবে, আমাকে বলবে তোমার মনের কথা ?

প্রীতি। বলব, শুধু আপনাকেই বলব।

নট। আচ্ছা, তুমি কি রায় বাহাদুরকে ভালবাস ?

প্রীতি। তাঁর সঙ্গে মেশবার সুযোগও পাইনি, তাই, সে প্রশ্নও ওঠে না। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] তবু তাঁকেই আমায় বরণ করতে হবে, এই বিধাতার বিধান। আমাদের বড় পয়সার অভাব। তাইত আমার এই থিয়েটারে আসা। থিয়েটারের মাহিনাতে বাবা সম্ভ্রম বাঁচিয়ে সব দিক বজায় করে চল্‌তে পারেন না। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! যাদের ভালবাসি তারা কি শুধু নিঃস্ব হ'য়েই এসেছে জগতে! আমি এক এক সময় ভাবি,—ওকি! একটা অসহ্য যন্ত্রণায় যেন আপনার সর্ব্বাঙ্গ কুঁক্‌ড়ে পড়েছে। মুখে ফুটে উঠেছে সেই যন্ত্রণা গোপনের বিভৎস প্রচেষ্টা। আপনার অসুখ কর্‌ছে কি ?

নট। অসুখ ? না না অসুখ নয়—একটা ব্যথা।

প্রীতি। কিসের ব্যথা ?

নট। ব্যথা? মানুষের ব্যথার ত অন্ত নেই। তার ঠিকানা রাখতে গেলে যে খেই হারিয়ে যায়। যে ব্যথা আছে জমে, সে একান্তে আমারই হ'য়ে থাক্। বর্ত্তমানের সুখ অতীতের বেদনাকে লাঘব করে— আজ সেই আমাদের কামনা হ'ক।

[নটনাথ প্রীতির পার্শ্বে বসিয়া তাহার হাত টানিয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে থাকে।

প্রীতি। আপনি হাত দেখতে জানেন নাকি?

নট। এককালে জানতাম। [বিস্ফারিত নয়নে] একি!

প্রীতি। [সাতঙ্কে] কি?

নট। এই রেখা...এখানে—

প্রীতি। কি, কি?

নট। না না থাক্।

[সে উঠিয়া ষ্টেজের সম্মুখ ভাগে দাঁড়ায়। প্রীতি তাহার পার্শ্বে যাইয়া।

প্রীতি। না না বলুন—শুভ কি অশুভ?

নট। তুমি ভয় পেয়োনা প্রীতি—এ মাত্র গণনা। কিন্তু—

প্রীতি। কিন্তু কি?

[নটনাথ পুনরায় তাহার হস্ত পরীক্ষা করিয়া।

নট। ঐ মোহন—অন্তরে তোমার যার প্রতি জেগেছে মমতা—জানি জানি তুমি তাকে ভালবাস।

প্রীতি। নটনাথ বাবু!

নট। অস্বীকার তুমি করতে পার, কিন্তু হাতের এই রেখাটিকে ত তুমি পারনা গোপন করতে। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—অন্তরে তোমার মোহনের ছবি। হ্যাঁ—সেও পারবে না। পারবে না, ে

তার অগাধ ভালবাসা দিয়েও, অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে। এই সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারে একমাত্র সে।

প্রীতি। কে?

নট। আমি।

প্রীতি। আপনি?

নট। হ্যাঁ হ্যাঁ—বিশ্বাস কর প্রীতি।

[প্রীতি অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে হাসিয়া উঠে

রহস্য নয়…রহস্য নয় প্রীতি। সে এসেছে প্রকৃতই ভগবানের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে তোমাকে রক্ষা করতে। তাকে বিশ্বাস কর—সত্যই সে একদিন এসেছিল ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরে। হঠাৎ কি হ'ল—সে পথের নিশানা হারিয়ে ফেল্লে।

প্রীতি। সে হারালে পথ—মাথায় যার ঈশ্বরের করুণা?

নট। স্বয়ং ঈশ্বরও হারায় পথ। সে এসেছিল—এসেছিল সে একটা আদর্শে জগৎকে উদ্বুদ্ধ করতে—নব নব সৃষ্টিতে জগৎকে সমৃদ্ধ করতে। সৃষ্টির গৌরব তার সইল না। সে হ'ল পথ হারা।

[সহসা প্রীতির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে দুই হস্ত উর্দ্ধে তুলে। প্রীতি আতঙ্কে কাঁপিয়া পিছু হটিতে থাকে……নটনাথ অগ্রসর হয়। প্রীতি আচ্ছন্নের ন্যায় সোফায় লুটাইয়া পড়ে। নটনাথের মুখে পৈশাচিক উল্লাসের চিহ্ন।

প্রীতি। একি অফুরন্ত রংএর খেলা আমার সম্মুখে! একি মধুর দৃশ্য!

নট। কি দেখ্ছ তোমার সম্মুখে?

প্রীতি। উর্ম্মি মুখর অনন্ত নীল বারিরাশি। দিক্ হ'তে দিগন্তে বিস্তৃত—দূর অনন্ত নীলে তার পরিসমাপ্তি। [মধুর যন্ত্র সঙ্গীত বাজিতে থাকে।

নট। ঐ অনন্ত বারিরাশির বক্ষে ঐ উর্ম্মিমালা নৃত্যছন্দে সেই স্রষ্টারই জয়গান গেয়ে চলেছে। ঐ অত্যুঙ্গ গিরিশ্রেণী, তার বক্ষ বিদীর্ণ করে, উন্নত শিরে কার জয়স্তুতিতে ধ্যান মগ্ন ?

প্রীতি। ঈশ্বরের।

নট। সে ঈশ্বরের প্রতিনিধি কে ? সে ঈশ্বরের প্রতিনিধি আমি। তোমার অভিষ্ট আমি পূর্ণ করব—করব তোমায় অপরাজিতা। তুমি যদি কারু বশীভূতা না হও, তবে বিশ্বের মনোজয় করে তুমি হবে বিজয়িনী।

[তাহার হস্ত ধীরে ধীরে পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়ে। প্রীতি চক্ষু উন্মীলন করে। নটনাথ অসহ্য যন্ত্রণায় বক্ষ ধরিয়া টলিতে টলিতে যাইয়া টিপয় ধরিয়া দাঁড়ায়।

প্রীতি। [উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া—নটনাথের দিকে যাইতে যাইতে] ওকি, আপনি কাঁদছেন ? সব নিস্তব্ধ···ওরা সব কোথায় ?······

[সহসা নৃত্য সঙ্গীত প্রবলতর হয়।

ওই ওরা নাচছে—আমি যাই।

[প্রীতির প্রস্থান। নৃত্য সঙ্গীত যেন একটা বিরাট আর্ত্তনাদে ফাটিয়া পড়ে। নটনাথ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকে।

——(০)——

পঞ্চম দৃশ্য।

[শূন্য রঙ্গমঞ্চ। দুই মাস পরে। দেখা যায় ষ্টেজের অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ডক্টর ঘোষ ঘড়ি দেখিতে দেখিতে পায়চারি করিতেছে। প্রবেশ করে নটনাথ।

নট। কাঁটায় কাঁটায় চারটে। বোধ করি তোমাকে অপেক্ষা করতে হয়নি ?

ডক্টর। আপনাকে দেখে মনে হয়, আজ যেন আপনি আমার প্রত্যাশা করেন নি। আশা করি, আপনার কোন বিশেষ কাজে ব্যাঘাত করব না।

নট। নিছক ভদ্রতার প্রয়োজন করে না। কি বলতে চাও—বল। আমার সময় বড় অল্প।

ডক্টর। আপনি আমাকে যে এখানে ডেকে পাঠাবেন—ভাবতে পারিনি।

নট। তবে কোথায় ডাকব ভেবেছিলে ?

ডক্টর। হয়ত আপনার বাসায়···বা আর কোথাও।

নট। আমার বাসা !

[ডক্টর একখানি চেয়ার টানিয়া বসিবার প্রয়াস পায় কিন্তু, ভাঙ্গা চেয়ার স্থান চ্যুত হওয়ায় পড়িয়া যায়।

ওখানা ভাঙ্গা।

[ডক্টর চারিদিকে চাহিয়া ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে।

ডক্টর। কি বিভৎস হৃতশ্রীতে পরিপূর্ণ—

নট। এই বাংলার রঙ্গমঞ্চ।

[নটনাথ একখানি উচ্চ আসন দেখাইয়া।]

এইখানে বস।

ডক্টর। এখানা কি ?

নট। রাজ-সিংহাসন।

[ডক্টর হাসিয়া উঠে।

একটা বিরাট বঞ্চনা এই অভিনয়। অভিনয় আসবে এই আসনেই বসে একজন, আর একজনকে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেয়—প্রেক্ষাগারে, লোকে তাই দেখে হয় ক্রুদ্ধ, ক্ষুণ্ণ, চঞ্চল।

ডক্টর। এই অপূর্ব্ব আবেষ্টনে আজ আপনাকেও যেন অপরিচিত বলে মনে হয়। আশ্চর্য্য! একদিন আপনাকেও যে এই আবেষ্টনাতে দেখতে পাব—কে জানত! আপনার মৃত্যু সম্বন্ধে সে দিন সবাই যখন হ'ল নিঃসন্দেহ—সেদিন শুদ্ধ আমিই সন্দেহ মুক্ত হ'তে পারিনি।

নট। ডক্টর! অপচয়ী ধনীর মত দু'হাতে তুমি তোমার সময় নষ্ট করছ।

ডক্টর। আমি যে আমার কথার ছন্দ হারিয়ে ফেলেছি! এ সবই যেন অদ্ভুত বলে মনে হয়। একটা বিরাট প্রবঞ্চনা। কাপড়ের ওপর আঁকা ঐ রাজ প্রাসাদ, এই ভাঙ্গা চেয়ার, ওই রাজ সিংহাসন। তার মধ্যে—এই প্রকাণ্ড প্রবঞ্চনার মধ্যে আপনি—দি গ্রেট সাইন্টিষ্ট অফ্ দি ডে!

নট। নিয়তি, হাঁা, নিয়তির কোন ছেলে হয়েছে ?

ডক্টর। একটি ছেলে।

নট। [হঠাৎ আগ্রহে] ছেলে ? ছেলে···কেমন—কেমন দেখতে সে ?

ডক্টর। এ কথার অর্থ ?

নট। আমার মত দেখতে নিশ্চয়ই না।

ডক্টর। এ আপনার পরিহাস না আমাকে অপমান করবার প্রচেষ্টা ?

নট। হা হা হা! বস বস! তুমি দেখ্‌ছি আজও ঠিক্ আগের মতই ট্যাচি আছ। তুমি শুন্‌তে চাও—আমি গৃহত্যাগ করেছি কেন?

ডক্টর। তার পূর্ব্বে সেই চিঠিরই প্রত্যুত্তর—

নট। একটা যথাযথ উত্তর দিতে চাও? কেন?

ডক্টর। আমার বিবেকের কাছে—

নট। বিবেক?

ডক্টর। যে অবিচার আপনি অনুষ্ঠান করেছেন আপনার স্ত্রীর প্রতি—

নট। [সাহঙ্কারে] হেল উইদ্ হার!

ডক্টর। এই যদি আপনার আচরণ হয়—তবে আমার পক্ষে কথা শেষ করা হয় কঠিন।

নট। প্রশ্ন কর?

ডক্টর। আমার প্রথম প্রশ্ন—আপনি কেন আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন?

নট। এ অত্যন্ত আপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন—এর জবাব আমি দেবনা।

ডক্টর। জানি, এর জবাব আপনার নেই। তার চঞ্চলতা যদি সেদিন এসেই ছিল, তার জন্যে দায়ী আপনি।

নট। আমি?

ডক্টর। আপনি। সেদিন যে ধ্যানে আপনি ছিলেন মগ্ন—সে ধ্যান ভঙ্গের শক্তি কারও ছিল না। সে দিন আপনার অভিযান সুরু হ'য়েছিল নব নব আবিষ্কারের পথে, বিজ্ঞানের জটীল রহস্যের তত্ত্ব অনুসন্ধানে। সেদিন দৃষ্টি ছিল আপনার নিবদ্ধ—মন ছিল বিক্ষিপ্ত। নীরবে, গৃহকোণে চোখের জলে স্নান করে যে অবলা স্ত্রীর কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করছিল—সে হ'ল নিরালম্ব। একের প্রত্যাখানে অপরে যদি হয় বিমুখ, সে দোষ কি প্রত্যাখানকারীরই নয়? আপনাকে উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই—আর, এও জানি যে, আমার

সাফল্য, পর পর কীর্ত্তির বিজয় শিখরে আরোহণ, কোন দিনই আপনি ভাল চোখে দেখেন নি।

[নটনাথ বিকট রবে হাসিয়া উঠে।

আপনি···আপনি·· আমার মধ্যে দেখেছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী।

নট। তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী। হা হা হা!

ডক্টর। আমার সে সাফল্য লাভের মূলে ছিলেন আপনি যেমন সত্য··· আবার তাকে সইতে পারেন নি—একথাও তেমনি সত্য।

নট। মূর্খ! এত বড় তোমার স্পর্দ্ধা যে একথা আমার সম্মুখে উচ্চারণ করতে সাহস কর!

[অসহ্য উন্মাদনায়]

কোথায় তুমি থাক্‌তে···থাক্‌ত তোমার সাফল্য কীর্ত্তি—যদিনা সেদিন আমি, তোমায় আবর্জ্জনার স্তূপ থেকে সংগ্রহ করে আনতাম্! তুমি···তুমি···তুমি—কি করে বোঝাব তোমায় যে সে আমার কত বড় আত্মত্যাগ। কত বড় বিরাট ত্যাগের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল আবার ভালবাসাব প্রস্রবন। ভালবাসতাম তাকে··· ভালবাসতাম তোমায়···আর···

[ডক্টর পদতলে বসিয়া]

ডক্টর। গুরুদেব! গুরুদেব! এত বড় সত্য তার অন্তরে ছিল নিহিত, তা সেদিন কে জান্‌ত? আমায় মার্জ্জনা করুন গুরুদেব।

নট। আমি কে? সবার চক্ষে আমি মৃত। আমার যশ, কীর্ত্তি, ভিত্তি ধূলোয় গেছে মিশিয়ে। কিনা তোমায় দিয়েছি। আমার যশ ও কীর্ত্তির অবিসম্বাদি অধিকারী তুমি। যা ছিল একদিন আমাতেই

বিলীন—আজ সে মুক্ত। একদিন যে ছিল শুধু ছায়া, আজ সে লাভ করেছে কায়া।

ডক্টর। মুক্তি! ফিরিয়ে নিন গুরুদেব আপনার মুক্তি। সে আমার কণ্ঠ আঁক্‌ড়ে ধরেছে।

[নটরাজ পৈশাচিক উল্লাসে নৃত্য করিয়া ফিরে]।

পেয়েছি ঘর, স্ত্রী, পুত্র সত্য—কিন্তু, আপনার প্রভাব সকলকে গ্রাস করে আছে। প্রেতের মত সে ঘর, বাড়ী, স্ত্রী, পুত্রকে তাড়া করেছে। মুহূর্ত্তের শান্তি নেই। ঘরে, বাহিরে, দোয়াতে, কলমে চারিদিকে আপনার প্রেতমূর্ত্তি যেন বিরাট ব্যঙ্গ ভরে চেয়ে আছে। স্ত্রী—হ্যাঁ স্ত্রী, তারও মুখে আপনার কথা—আপনারই ভাবধারায় বুঝি তার অন্তর পরিপূর্ণ। হয় তো···হয় তো···

নট। [অস্বাভাবিক উল্লাসে] কি···কি ?

ডক্টর। হয়ত আমার পুত্রের মুখেও—

নট। কী ?

ডক্টর। আপনারই প্রতিচ্ছবি।

[বিরাট ব্যঙ্গভরে নটনাথ হাসিয়া উঠে।

আমায় মুক্তি দিন···মুক্তি দিন গুরুদেব। আমি আর পারিনা।

নট। [নির্ম্মম কণ্ঠে] মুক্তি এর নেই। এ জীবনে নয়। এর মুক্তি মৃত্যু।

ডক্টর। কিন্তু, আমি যে বাঁচতে চাই···আমি যে···

নট। আমাকে তুমি কি করতে বল ?

ডক্টর। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছে···একথা আমি তাকে বলিনি। আমি কি তাকে বল্‌ব ?

[পানের ডিবা হস্তে পাঁচীর প্রবেশ।

পাঁচী। নমস্কার! কেমন আছেন?

নট। বেশ ভাল।

[প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন করে।

পাঁচী। তবু ভাল আজ কথা কয়েছেন।

[পানের ডিবা খুলিয়া সম্মুখে ধরিয়া।

পান খান?

নট। ধন্যবাদ! পান আমি খাইনা।

[কালীধনের প্রবেশ।

কালী। এই যে দিদি! কেমন আছ?

পাঁচী। আমাদের আবার ভাই থাকাথাকি। আমরা আবার একটা মানুষ!

[কালীধন পানের ডিবা লইয়া পান মুখে পুরিতে পুরিতে

কালী। মাইরি! কার কোথায় বেনিফিট—দেখ দিকি আমাদের জ্বালা মাসী!

পাঁচী। হ্যাঁগা ভাল মানুষের ছেলে! আমি আবার মাসী হ'লাম কোন সম্পর্কে?

কালী। হা হা হা! সম্পর্কের কথা যদি ধর ভাই—তোমরা হ'লে উর্ব্বশীর জাত। নহ মাতা, নহ বধূ, নহ কন্যা—তোমরা কখন যে কি হও, কিছুই বলা যায় না।

পাঁচী। না ভাই যাই। দিনকাল ভাল নয়। এখুনি একটা রিপোর্ট হবে।

[পাঁচী প্রস্থান করে। কালীধন পশ্চাতে যাইতে যাইতে।

কালী। দিদি ! দিদি ! আর দুটো পান দিয়ে যাও ভাই।

[প্রস্থান।

ডক্টর। এরাই বোধ করি আপনার নূতন সঙ্গী।

নট। হ্যাঁ।

ডক্টর। কি অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ এই রঙ্গালয়ের অন্তর।

নট। বাহ্যিক পরিচয়ে কারু অন্তরের সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্লীলতার মাপকাঠিতে ওজন করলে, এরা হয়ত অনেকখানি অশ্লীলতা দাবী করে—কিন্তু, অন্তরে এরা খাঁটি।

[মদের শিশি হাতে বিকাশের প্রবেশ।

বিকাশ। খাঁটি ! এই খাঁটিই এরা বলে আমায় করেছে মাটি। আমি বলি—এই খাঁটিই আমার অন্তরের আবর্জ্জনা ধুয়ে মুছে আমায় করেছে খাঁটি।

[সহসা ডক্টর ঘোষকে দেখিয়া লাজ্জিত ভাবে শিশি পকেটে পুরিতে পুরিতে।

বিকাশ। নমস্কার ! এরাও মানুষ হ'তে পারত।

ডক্টর। [নটনাথকে] এখনও কি এরা মানুষের পর্য্যায়ে উঠ্‌তে পারেনা ?

বিকাশ। কে সে অতিমানব এদের তুল্‌বে টেনে এই অভিশাপ পঙ্কের মধ্য থেকে ? আপনি ?

[নটনাথ হাসিয়া উঠে।

আপনিও নন ?

নট। এরা সামাজিক ভাবে মানুষের নৈতিক পর্য্যায় থেকে নেমে গেছে সত্য। মদ এরা খায়—সহজলভ্যা নারীর সঙ্গে এরা একাসনে বসে জীবিকার্জ্জন করে—কিন্তু, পরস্বাপহরণ এরা করে না—হীন এরা নয়।

বিকাশ। ব্রেভো! "তবু নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ"।

"অন্ধ পুরীর স্তম্ভ চূড়ায় অদৃষ্ট সে ফুক্‌রে ওঠে—
মূর্খ মানুষ! স্বর্গধরায় নেইকো তোদের পারিতোষিক।"

[প্রস্থান।

ডক্টর। এই নোংরা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দম্ যেন আমার বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।

নট। জানি, এদের তুমি সইতে পার্‌বে না। নিজেকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে, নিষ্ফল আক্রোশে গুম্‌রে মরার চেয়ে কষ্ট আর নেই। তুমি যাও—তুমি যাও।

ডক্টর। কিন্তু, আমার কথা যে শেষ হয়নি।

নট। আর কি তুমি বল্‌তে চাও?

ডক্টর! মার্জ্জনা হয় তো পাবনা—

নট। আশা কর?

ডক্টর। আমার স্ত্রী পুত্র—

নট। নিশ্চিন্ত হও। কোন দিন আমার অনধিকার প্রবেশে তোমার সে সুখের নীড় আমি ভাঙ্গবার প্রয়াস পাবনা। আমার সত্য পরিচয় কেউ কোনদিন জান্‌বে না।

ডক্টর। ঈশ্বর না করুন, যদি কোনদিন কিছু হয়, তবে কি সেদিনও কেউ জান্‌তে পার্‌বে না?

নট। সেদিন আর তার কি প্রয়োজন থাক্‌বে?

ডক্টর। জানি আপনার বুকে সিংহের পরাক্রম। কিন্তু, এও জানি যে এই সংসর্গে একদিন তা নুইয়ে পড়বেই। সেদিনও কি এই অসংখ্য অপরিচিত—

নট। মৃতের মৃত্যু হয় না। তার প্রয়োজনও নেই। বিদায়।

[সে কপালে হাত তুলিতেই প্রবেশ করে কুমার বাহাদুর।

কুমার। হ্যালো! ইউ হোম্ লেস্ রেচ্!

নট। ডক্টর ঘোষ এফ্, আর, সি, এস্। কুমার শ্রী—

কুমার। ব্যস্ ব্যস্! মানুষের পরিচয় তার নামে নয়—মুখে। কত বড় বংশের ছেলে! যদি তা কেউ মুখ দেখেই না বুঝলে—

ডক্টর। নমস্কার!

কুমার। নমস্কার।

ডক্টর। [নটনাথকে] আর কখন দেখা হবে কিনা জানিনা।

নট। দেখা আবার হবেই—তবে এখানে নয়···ওখানে।

[ডক্টর বাহির হইয়া যায়। নটনাথ উন্মাদের ন্যায় হাসিয়া উঠে। তাহা কান্না কি হাসি বুঝা যায় না। কুমারবাহাদুর সাতঙ্কে তাহাকে ঠেলিয়া।

কুমার। নটনাথ! নটনাথ!

নট। [প্রকৃতিস্থ হইয়া] কেমন···কেমন অভিনয় করলাম বন্ধু?

কুমার। অভিনয়?

নট। রীতিমত অভিনয়!

কুমার। এই অভিনয় আমাকেও অহরহ করতে হয় বন্ধু। তাই আমি জানি। হাসিতে চাইছ যা ডুবিয়ে দিতে, কান্নায় হচ্ছে তা অবশেষ। ব্যথা কি আমি জানি। কত বড় বংশের ছেলে! ব্যথা জানিনা! এই ব্যথাতেই আমাদের জন্ম, আর এই ব্যথাতেই আমাদের শেষ। সাধারণ জীবনে অভিনয়ের বঞ্চনার মধ্য দিয়ে ব্যথা লুকোবার প্রচেষ্টা যে কী মর্ম্মন্তুদ—আমি জানি বন্ধু। সম্ভ্রম বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা—দারিদ্র গোপনের ব্যর্থ প্রয়াসে যে কি ব্যথা সে

হয়ত তুমি জাননা। একটা মিথ্যাকে সত্য বলে চালাবার প্রয়াসে কি লজ্জা, সে শুধু আমিই জানি।

নট। সে যাক্। প্রীতির ব্যবস্থা হ'ল?

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে! ব্যবস্থা হবেনা! হাজার ছাড়া আমরা কথা বলিনা। বলেছিলাম কিনা যে দশটি হাজারের নীচে এ শর্ম্মা কথা কইছে না। হ্যাঁ ভাল কথা—ভাল মোটারের দোকান জানা আছে? আমাদের সময় আবার এ সব ছিলনা। ল্যাণ্ডো জুড়ী তখনকার ছিল চাল—এখন তা হ'য়েছে বেচাল। কতবড় বংশের ছেলে! একখানা মোটর নইলে প্রেষ্টিজ্ থাকে না।

[অপরূপ পোষাকে সজ্জিতা প্রীতি প্রবেশ করে।

প্রীতি। বাবা? কি যাতা সব বকছ? কখন বেরিয়ে এসেছ—একটা পয়সা পর্য্যন্ত রেখে আসনি। এক কাপ চা পর্য্যন্ত খেতে পেলাম না।

কুমার। [চারিদিকে চাহিয়া] চা…ও চা…

নট। চা? চা, আমি এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি!

[প্রস্থানোদ্যত]

প্রীতি। না, না—ছি! আপনি যাবেন কেন?

নট। তাতে কি।…

[প্রস্থান]

প্রীতি। এঁদের ভালবাসা কখন ভুল্‌ব না। আমি চলে যাব, এঁদের দুঃখের অন্ত নেই। এঁদের ছেড়ে যে কি করে থাক্‌ব তাই ভাবি।

কুমার। হ্যাগার্ডস্! ভ্যাগাবণ্ডস্! এদের আবার ভালবাসা!

প্রীতি। বাবা!

কুমার। এদের সঙ্গে তোমার অশোভন আন্তরিকতা উনি কোনমতেই সইবেন না। কাল, রায় বাহাদুর কম্‌প্লেইন্ কর্‌ছিলেন যে, তুমি নাকি উইংসের পাশে মোহনের সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ি কর্‌ছিলে।

প্রীতি। ও! মোহন বাবু যে আমার উপর রাগ করেছেন। উনি নাকি ভাবতেই পারেন না যে আমি থিয়েটার ছেড়ে চলে যেতে পারি।

কুমার। না, না—ওসব চল্‌বে না। আজ হাত কাড়াকাড়ি·· কাল ইয়ে··· পরশু···এ···

প্রীতি। বাবা।

[প্রস্থান]

[অপর দিক দিয়া কুমারের পশ্চাত ভাগে প্রবেশ ক রে কালীধন।

কুমার। থিয়েটারের লোকগুলো মেয়েদের জন্যে পারেনা কি তাই শুধু জানিনা। হ্যাগার্ড্‌স্!

কালী। হ্যাগার্ড্‌স্!

[কুমার ফিরিয়া চাহে।

এরা হ্যাগার্ড্‌স্! এরা ভ্যাগাবণ্ড্‌স্! এরা এদের সমকর্ম্মী স্ত্রী পুরুষের সুখবিধানের জন্য পারে সব। কিন্তু পারেনা—শুদ্ধ হীনতার পঙ্কে নেমে পরকে ঠকিয়ে পয়সা রোজগার কর্‌তে—জাল জোচ্চোরী করে সম্ভ্রম বাঁচাতে। আর পারেনা, একটি সরলা অবলার সর্ব্বনাশ করে, বংশের দোহাই দিয়ে আত্মসুখ কামনা করতে।

কুমার। দেখ্‌ কালী! মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্—বল্‌ছি। কত বড় বংশের ছেলে!

[ঘুঁষি বাগাইয়া কুমার বাহাদুর চকিতে সিংহাসনের পশ্চাতে আশ্রয় লয়।

কালী। [হাসিয়া] যাক্ বাবা! মান হানির খেসারত দেব—একটি সিগারেট খাব দেখি বংশলোচন!

[কুমার হাসিয়া সম্মুখে আসিয়া]

কুমার। সিগারেট? কত বড় বংশের ছেলে! আমরা সিগারেটে পেছ্‌পাও নই।

[একটি পুরাণো কালো রূপার কেস্ বাহির করিয়া কালীর হাতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া দেয়। কালী সিগারেটের মার্কা পরীক্ষা করিয়া।

কালী। কি সিগারেট বাবা? এযে দেখ্‌ছি বায়োস্কোপ্।

[সিগারেটটি ফেলিয়া দিয়া]

এর চেয়ে বিড়ি ধর না কেন বাবা বংশলোচন।

কুমার। বিড়ি! কত বড় বংশের ছেলে, বিড়ি খাব আমি?

কালী। তুমি জন্ম জন্ম বায়োস্কোপ্ খাও।

[কালী ও কুমারের প্রস্থান। প্রীতি ও নটনাথের প্রবেশ।

প্রীতি। আপনি আমাকে এত ভালবাসেন নটনাথ বাবু?

নট। তুমি চলে যাবে—ওরা চোখের জল ফেল্‌ছে—

[বিকাশের প্রবেশ—হাতে তার একটি রক্ত গোলাপ।

বিকাশ। চোখের জল ফেল্‌বে না! যারা লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করে শুধু ঘৃণাই কুড়োয়—তারা পেয়েছিল তাদের মধ্যে একজনকে, যার মিষ্টি মুখের মিষ্টি হাসিতে তাদের দুঃখ দেয় ভুলিয়ে। সে চলে যাবে—তারা কাঁদ্‌বে না! গ্রহণ কর দেবী, এই ভক্তের দান

রক্তরঙীন ফুলে—যার ব্যথার বাষ্প গুম্‌রে মরে তার অন্তরের অন্তর দেশে হারানোর দুঃখরাগে।

[সে হাতের রক্ত গোলাপটি প্রীতির হাতে তুলিয়া দেয়—প্রীতি অশ্রুসজল চক্ষে তাহা বক্ষে ধারণ করে।

প্রীতি। বিকাশ দা! তোমাদের এ ঋণ—এ ভালবাসার প্রতিদান, কি করে আমি দেব জানিনা।

বিকাশ। না বোন্—এদের ঋণ কেউ কখন শোধেনি—এদের ভালবাসার প্রতিদানও কেউ কোনদিন দেয়নি। তাদের জন্যে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেল্—তোর কাছে এই আমার মিনতি বোন্। তারা অভিশাপ মুক্ত হ'ক···তাদের স্বাধিকার তারা প্রতিষ্ঠা করুক···তারা ভাইয়ের মত ভাইয়ের পাশে মিলিত হ'ক।

[সে চক্ষু মুছিয়া প্রস্থান করে। প্রবেশ করে কুমার]

কুমার। হা হা হা! মাতাল—ঐ মাতালটার কথায় চোখের জল ফেল্‌ছিস্।

প্রীতি। বাবা! বাবা, এই দিন দুপ্‌রেই—

কুমার। হুইস্কি—হুইস্কি মাদার! রায় বাহাদুর ছাড়লেন না—একটা ফ্লাস্ক্ পকেটে দিয়ে দিলেন। কত বড় বংশের ছেলে!

প্রীতি। তুমি এখান থেকে যাও!

কুমার। আচ্ছা, আচ্ছা যাচ্ছি। কিন্তু, রায় বাহাদুর গাড়ী পাঠাবেন—আজ আর ফেরালে চল্‌বে না।

প্রীতি। যে কটাদিন এখানে আছি, এদের ছেড়ে আমি কোথাও যাবনা, যেতে পার্‌ব না।

[কুমার বাহাদুর চলিয়া যান। প্রীতি শূন্য সিংহাসনের উপর লুটাইয়া

পড়ে। নটনাথ ধীরে ধীরে সিংহাসনের পশ্চাতে আসিয়া তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে থাকে।

নট। প্রীতি!

[প্রীতি ধীরে ধীরে চক্ষু তুলিয়া চাহে।

তুমি চলে যাবে সত্যই?

প্রীতি। হ্যাঁ!

নট। কেন তোমার এ আত্মবলি?

প্রীতি। [চম্‌কাইয়া] কে বললে?

নট। একথা সত্য।

প্রীতি। তবু—

নট। তবু তোমাকে যেতে হবে—কেন না—এ তোমার বাবার ইচ্ছা। কিন্তু কার জন্যে এই আত্ম বলি?

প্রীতি। সম্ভ্রম বাঁচাবার বাবার এ লজ্জাকর চেষ্টা, আমি যে আর চোখে দেখ্‌তে পারিনা নটনাথ বাবু।

নট। আজ তোমার মা বেঁচে নেই।

প্রীতি। আমার মা?

নট। হ্যাঁ, তোমার মা।

প্রীতি। আমার মা…আমার মা?

নট। তিনি বেঁচে থাক্‌লে হয়ত এর সাক্ষ্য দিতে পারতেন।

প্রীতি। [সবিস্ময়ে] কিসের সাক্ষ্য?

নট। যার জন্যে তোমার এই আত্মবলি, সে তোমার কেউ নয়।

প্রীতি। এ আপনি কি বল্‌ছেন? আমার বাবা আমার কেউ নন?

নট। না।

প্রীতি। [সহসা উঠিয়া অসহ্য জ্বালায় নটনাথের দুই বাহুতে ঝাঁকানি দিয়া] এ সব যাতা মিথ্যা বল্‌বার আপনার উদ্দেশ্য কি ?

নট। মিথ্যা আমি বলিনি।

প্রীতি। আপনি জানেন কতবড় সর্ব্বনাশ আমার করছেন ? আমার বাবা—আমার ইহ জন্মের পরমাত্মীয়—তাকেই আপনি আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন।

[নটনাথ ব্যঙ্গভরে হাসিয়া উঠে।

নট। যে অনাত্মীর আত্মীয়ের মুখোস পরে তোমার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হ'য়েছে, তাকে সরিয়ে দেওয়ায় পাপ নেই। একটি সরলা অবলাকে পণ্যকরে যে আত্মসুখ কামনা করে...তাকে কলঙ্কের পাঁকে টেনে আনতে চায়...সে তার আত্মীয় নয়—শত্রু। আর—

প্রীতি। আর কি ?

নট। এরা সবাই তোমাকে ভালবাসে। তোমার চলে যাবার ব্যথায় যাদের চোখে আসে জল—তাদের দাবীও কম নয় প্রীতি। তোমার মঙ্গলই যাদের কামনা...তাদের কাছে তোমার অমঙ্গল যে আশঙ্কা।

[ব্যস্তভাবে কুমার বাহাদুরের প্রবেশ।

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে '

[নটনাথ ধীরে ধীরে একটি কোনে যাইয়া দাঁড়ায়।

কুমার। এই যে মা ! রায় বাহাদুর নিজেই এসে হাজির।

প্রীতি। আমি এখন যেতে পারব না।

কুমার। দুটো হীরের দুল এনেছেন। নিজের হাতে তোমার কাণে পরিয়ে দিতে চান।

প্রীতি। দুটো দিনও কি তোমরা আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিতে চাও না ?

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে ! আমি কথা দিয়েছি। এস—এস মা।

[প্রীতিকে একরূপ ধরিয়া লইয়া কুমারের প্রস্থান।…অপর দিক হইতে সেইক্ষণে প্রবেশ করে মোহন।

মোহন। প্রীতি দেবী !

[ধীরে ধীরে নটনাথ তাহার পশ্চাতে আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করে। মোহন চম্‌কাইয়া উঠে।

কে ?

নট। আমি। একটা কথা বলব।

মোহন। কি ?

নট। কুমার বাহাদুর কে জান ?

মোহন। তিনি ত প্রীতি দেবীর বাবা !

নট। সেই পরিচয়ই দিয়েছে তাকে ঐ প্রীতিকে শোষণ করবার অধিকার।

মোহন। এসব কি বলছেন ?

নট। আমি জানি তুমি তাকে ভালবাস। তুমি পার—একমাত্র তুমি পার।

মোহন। কি বলছেন আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা।

নট। বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঐ প্রীতিকে—তোমার প্রেমাস্পদকে একটা বিরাট হীন ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ করবার চেষ্টা চলেছে। সেই জাল ছিন্ন করে, যদি কেউ তাকে বাঁচাতে পারে—সে তুমি।

মোহন। আমি ?

নট। হ্যাঁ তুমি।

মোহন। কিন্তু, তাকে বাঁচাবার আপনার এ আগ্রহ কেন? সে আপনার কে?

নট। সে আমার কে?…হা হা হা! সে…সে আমার সর্ব্বস্ব…না না সে আমার কেউ নয়…তবু…তবু…তাকে বাঁচাতে চাই…সে যে একান্ত অসহায়া সরলা অবলা…পারনা মোহন?

মোহন। না না, এ আপনি আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চান? না না…আমি যাই।

[সে দ্রুত প্রস্থান করে। নটনাথ ব্যর্থ আক্রোশে আপনার কণ্ঠ দুই হাতে চাপিয়া ধরে। পরক্ষণেই নিঃশব্দ হাস্যে টিপয়ের উপর ঢলিয়া পড়ে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[গ্রীনরুম। উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। নূতন আসবাবে তাহা সজ্জিত। হোটেলের উর্দ্দিপরা বয়গণ সকলকে আইসক্রীম, সরবৎ প্রভৃতি পরিবেশন করিতেছে। কালীধনের হাতে পেগ্‌গ্লাস—সে কুসুম ও গোষ্ঠ নামক দুইজন অভিনেতার সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিল। অন্যান্য মেয়েরা বেঞ্চে বসিয়াছিল। সকলেই অভিনব পরিচ্ছদে সজ্জিত।

কালী। আজ কি রকম সাজিয়েছে বাইরেটা দেখেছিস্ ?

কুসুম। গোষ্ঠাকে সেই কথাই বল্‌ছিলাম কালীদা ! রায় বাহাদুরের খুব কম করেও হাজার টাকা খরচ হ'য়েছে।

কালী। ফুলে ফুলে ষ্টেজটা ছেয়ে দিয়েছে।

গোষ্ঠ। শুন্‌ছি নাকি লরি ভরতি ফুল এসেছে।

কুসুম। সেই ফুলের কোমল পাঁপ্‌ড়িতে নাচবে প্রীতি, আর মোহনের ভাগ্যে শুধু কাঁটা।

[সকলে হাসিয়া উঠে।

কালী। বেশ বলেছিস্ ভাই। তবে—

[গ্লাস উঁচু করিয়া ধরিয়া]

কুসুম। ব্যর্থ মোহনের বেদনার পাত্র শূন্য করুন এক চুমুকে।

কালী। "ওগো পীতম, দাও মদিরা ! পাত্র ভরে দেও না প্রীতি
ভুলাও অতীত ব্যথার চিতা, ভবিষ্যতের অচিন ভীতি।"
বেচারা মোহন !

[পান করিয়া কালীধনের প্রস্থান। অপর দিক দিয়া প্রবেশ করে বিকাশ।

বিকাশ। বয়েজ !

[সকলে আসিয়া সমবেত হয়।

এই ষড়যন্ত্রের ব্যূহ ভেদ করতে হবে।

সকলে। ষড়যন্ত্র !

বিকাশ। হ্যাঁ, ষড়যন্ত্র। এই যে মাকড়সার দল, যারা ধনের জাল বিস্তার করে বন্ধুর ছদ্মবেশে এসে দিয়েছে হানা···তারা প্রীতিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে—এ কখন আমরা সইব না।

সকলে। কখন না।

বিকাশ। এই মধু লগ্নে এস বন্ধু আমরা শপথ গ্রহণ করি, এদের গতিকে আমরা করব প্রতিহত।

কুসুম। এত বড় অন্যায় আমাদের চোখের সাম্‌নে হবে, আমরা তার প্রতীকার কর্‌ব না ? এর জন্যে যদি প্রয়োজন হয়—

গোষ্ঠ। তাকে একেবারে—

বিকাশ। চুপ ! মনে থাকে যেন থিয়েটারের দেওয়ালেরও কান আছে। এস।

[সকলের প্রস্থান। পাঁচীর প্রবেশ।

পাঁচী। যাই বল বাপু ! যে রকম শুন্‌ছি···আজ একটা থিয়েটারে কাণ্ড হবে, এই আমি বলে দিচ্ছি।

[ব্যস্তভাবে ম্যানেজারের প্রবেশ।

ম্যানে। ওরে মেয়েরা—তোদের সিন্ যে।

[অপরাপর মেয়ের সহিত পাঁচীর প্রস্থান। একদিক দিয়া কালীব প্রবেশ, অপরদিক দিয়া বিকাশের প্রবেশ, বগলে তার নট রাজমূর্ত্তি—উভয়ের হাতেই পেগ্‌গ্লাস—ম্যানেজারকে দেখিয়া উভয়েই পশ্চাতে গ্লাস লুকায়।

ম্যানে। এই যে কালী! রায় বাহাদুর আজ আয়োজন করেছেন প্রচুর—কি বল?

বিকাশ। কিন্তু, আয়োজন তার নিষ্ঠুর।

[বিকাশকে দেখিয়াই তিনি যাইবার জন্য ব্যস্ত হন।

ম্যানে। দেখি, রায় বাহাদুর কোথায় গেলেন।

[প্রস্থান।

বিকাশ। রায় বাহাদুর! হা হা হা! বয়েজ!

[সকলের প্রবেশ।

নটনাথের মন্দিরে এই পাপের বাসা ভাঙ্গতে হবে, যা যুগে যুগে তাকে পঙ্গু করে চলেছে। সর্ব্ব গ্লানি থেকে এই রঙ্গমঞ্চকে—শিল্পীর সাধনার মন্দিরকে কর্‌তে হবে মুক্ত।

কালী। রঙ্গমঞ্চকে আমরা ভালবাসি—তার প্রতি ধূলিকণা আমাদের প্রিয়। সে থাক অক্ষয় অমর হ'য়ে। যুগে যুগে আসুক তার ভক্তের দল দলে দলে—তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করুক—এই কামনাই করি। সে যাক ভাই, বড় বড় কথায় আজ যেন আমরা আমাদের সঙ্কল্প না হারাই। তার চেয়ে এস—এই রঙীন বিষে অন্ততঃ এই রাত্রির জন্য বিবেক, বিচার, ন্যায়, অন্যায়ের কণ্ঠরোধ করি।

[অহিভূষণের প্রবেশ।

অহি। ওহে, কালী তোমাদের সিন যে!

[বিকাশ ব্যতীত সকলের প্রস্থান। প্রবেশ করে চিত্রলেখা।

চিত্র। বগলে ওটা কি বিকাশ বাবু?

বিকাশ। নটরাজ।

চিত্র। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে উনিও বুঝি আজ আনন্দে প্রলয় নৃত্য সুরু করেছেন? আর কিছুক্ষণ চল্‌লে, তোমাদের মূর্ত্তিও প্রলয়ে গিয়ে পৌঁছবে।

বিকাশ। হা হা হা!

[প্রস্থান। প্রবেশ করেন ম্যানেজার।

ম্যানে। বিকাশ আজ খুব চালিয়েছে।

চিত্র। আপনি আস্কারা দেন বলেই ত—

ম্যানে। কত বড় ঘরের···কত বড় বিদ্বান ছেলে বলত!

চিত্র। কোনটিই যে ভাল আছেন—জানি না। একজন বাকি ছিলেন—তিনিও ধর্‌লেন বলে।

ম্যানে। কে?

চিত্র। মোহন বাবু।

ম্যানে। ও! হাহাহা!

চিত্র। আজ কি প্লে যে কর্‌ছেন—একেবারে সকলকে মারডার কর্‌ছে। একটি লাইন ঠিক বল্‌ছে না!

ম্যানে। অভিনয় কর্‌ছে বলতে হবে নটনাথ। সিনে সিনে হাততালি তুল্‌ছে।

চিত্র। আজ ত তাঁরই কর্‌বার কথা।

ম্যানে। কেন?

চিত্র। প্রীতির আসন্ন বিয়োগে, কথায়, ভাবে—একেবারে রিয়েল ট্রেজিডি ফুটে উঠছে।

ম্যানে। মানে?

চিত্র। মানে প্রীতির প্রেমে গদগদ!

ম্যানে। কি যে বল···হাহাহা !

চিত্র। এই আমি বলে রাখছি, প্রীতি চলে যাবার পর···ওঁকেও আপনি আর রাখ্‌তে পার্‌বেন না।

ম্যানে। চিরকাল যে উনি থাক্‌বেন না—এও আমি জানি।

[ড্রেসারের হাতে দাড়ি দিতে দিতে প্রবেশ করে নটনাথ।

চিত্র। আসুন, নটনাথ বাবু !

ম্যানে। চমৎকার, চমৎকার অভিনয় কর্‌ছ, আজ ভায়া ! রায় বাহাদুর প্রীতির বিদায় উৎসবে আয়োজন করেছেন মন্দ না।

নট। [চিত্রলেখার পাশে বসিতে বসিতে] চারিদিকেই আজ সেই উৎসবের মাতন। কিন্তু, সবার অন্তরের বিষন্নতা যেন সমস্ত আনন্দকে বিষিয়ে তুলেছে।

চিত্র। কিন্তু, মোহন আজ বইখানাকে মারভার কর্‌ছে।

নট। বেচারা মোহন !

ম্যানে। আমি যাই—দেখি, ওরা হিসাব নিকাশের কি কর্‌ছে !

[প্রস্থান।

নট। প্রীতির চলে যাবার ব্যথা, বোধ করি, ওরই সব চেয়ে বেশী লেগেছে। এসে অবধি ওরই সঙ্গ সে কামনা করেছে !

চিত্র। এর পরে কোনদিন শুনব যে আপনিও যাচ্ছেন।

নট। আপনার কি মনে হয়, যেতে পারি ? যাদের ভাগ্যবর্ত্মে ভেসেছি, জীবনের শেষ কটা দিন যেন তাদেরই সান্নিধ্য যাপন করে চল্‌তে পারি। এঁদের এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যেই যেন লীন হ'তে পারি—এই প্রার্থনা করি।

[ব্যস্তভাবে কুমার বাহাদুরের প্রবেশ। পরিচ্ছদের প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। হাতে সিগারেটের টিন।···

কুমার। কত বড় বংশের ছেলে! টুদি পাই, টুদি পাই মিট্ কর্‌ব। এই যে ম্যাডাম্! ম্যানেজার বাবু?

চিত্র। তিনি ত হিসেব নিকেশ করতেই গেলেন।

কুমার। থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ!

[প্রস্থান।

নট। কুমার বাহাদুরের আজ নিঃশ্বাস ফেলবার ও অবকাশ নেই। আজ তার পোষাক পরিচ্ছদ দেখ্‌লে মনে হয় যে সে হৃত এরিষ্ট্রকেসি আবার ফিরে পেয়েছে।

চিত্র। কত বড় বংশের ছেলে! মেয়ের পয়সায় বাবুগিরী করতে লজ্জা হয় না! ঐ প্রীতির ভাগ্যে কম দুঃখ নেই বলে দিলাম।...রূপ কারু চিরকাল থাকেনা।...আমার কি সন্দেহ হয় জানেন?

নট। কি?

চিত্র। প্রীতি—কুমার বাহাদুরের নিজের মেয়ে নয়।

নট। [চকিতে উঠিয়া] এ সন্দেহ কেন?

চিত্র। নইলে বাপ্ হ'য়ে মেয়েকে এই আবেষ্টনীতে আনতে পারে? শুদ্ধ তাই নয়...মেয়েকে মধ্যে রেখে একজনের কাছ থেকে এই পয়সা রোজগারের—

নট। কি, কি আপনি বল্‌তে চান?

চিত্র। নটনাথ বাবু!

[উঠিয়া।

নট। জানি, প্রীতির ওপর আপনার এ ঈর্ষার নিদর্শন।

চিত্র। নটনাথবাবু! আপনি সাবধান হ'য়ে কথা কইবেন!

[নটনাথ অপরিসীম উল্লাসে হাসিয়া উঠে।

[ক্রন্দন সুরে] এমনি করে থিয়েটারের মধ্যে আমায় অপমান করবে—

[কালীধনের প্রবেশ।

কালী। আরে, আরে দিদি কর কি! দেখছ না দাদা আজ একেবারে ভরপূর। চারিদিকে আজ ছড়াছড়ি—এ বাজারে কি গরম হ'তে আছে? চলনা দাদা, আর একটু টেনে নেবে।

চিত্র। যত সব মাতালের আস্তানা হ'য়েছে!

[প্রস্থান।

নট। [অপরিসীম জ্বালায়] মাতাল! মাতাল!...মদ! মদ!...

[কালী হাতের পেগ্ গ্লাসটি সামনে ধরিয়া।

কালী। খেয়ে নেও দাদা—এখুনি চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে।

[নটনাথ গ্লাস লইতে ইতস্ততঃ করিতে থাকে।

"মনোমোহিনী দ্রাক্ষালতা আত্মাকে মোর জড়িয়ে আছে
অসাধু সব ভাষায় সাধু নিন্দা করুন নানান ধাঁচে।"

নট। মদ?...মদ...

কালী। মদত সে নয়—সে যে—
"আঙুর বধুর অধর সুধা আপন হাতে গড়ল বিধি!
রসাললতা—তত্ত্বকে ফাঁদ বলবেরে কোন্ মন্দ হৃদি?"
ভাবছ কি—খেয়ে নেও দাদা!

[নটনাথ গ্লাস লইয়া এক চুমুকে শেষ করে।]

ব্রেভো ব্রাদার—ব্রেভো! আর একটু এনে দেব?.. এনে দিচ্ছি...
কিন্তু মুখ রেখো দাদা...যেন মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়োনা।

[কালীর প্রস্থান। প্রবেশ করে কতিপয় মেয়ে।]

রাণী। থিয়েটারে আজ কি ঢলাঢলিটাই না হচ্ছে !

কিশোরী। মদের গন্ধে অ্যাকার ওঠে !

আপেল। মাগো মা—ওয়াক্ !

[পেগ গ্লাস হাতে কালীর প্রবেশ।]

কালী ! মা ঠাকরুণদের নিষ্ঠে দেখে আর বাঁচিনে—থাকলে হয়।

[মেয়েদের প্রস্থান।]

এইযে এক চুমুকে টেনে নেও দাদা !

[বেগে অহিভূষণের প্রবেশ। নটনাথ গ্লাস শূন্য করে।]

অহি। দাড়িটা পরে নিন স্যার—আপনার সিন। ওরে দাড়ি দাড়ি !...

[অ'হর সহিত নটনাথের প্রস্থান। অপরদিকে কালীর প্রস্থান। প্রবেশ করে কুমার ও ম্যানেজার।]

কুমার। কতবড় বংশের ছেলে ! ও হাজারে বাজার নেই আপনি কেটে নিন—কেটে নিন। একদিনে, একদিনে কিরকম বদলে গেছি—দেখছেন ? রুধিরের চলাচল হ'ক—আরও দেখবেন আরও দেখবেন !

[সিগারেটের টিন হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া ধরায়।]

ম্যানে। একবার দেখি—চিত্র আবার রাগ করে বসে আছে।

[ব্যস্তভাবে প্রস্থান। কুমার একখানি সোফায় যাইয়া বসে। বিকাশের প্রবেশ।]

বিকাশ। থ্রি চিয়ার্স ফর থ্রি ক্যাসেল্‌স ! বেরে সেজেছ দাদা—যেন আলালের ঘরের দুলালটি।

কুমার। দেখ্ বিকাশ! মুখ সামলে কথা বলিস বলছি! নইলে—

বিকাশ। নইলে একেবারে নির্ব্বংশ করে ছাড়বে? একেবারে কোত্ল—ছিঁটে ফোঁটা না এদিকে ওদিকে পড়ে।

[কুমার উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত হয়।]

যেতে যেতে একটা সিগারেট দেও বাবা!

কুমার। কতবড় বংশের ছেলে! সিগারেট নিবি, নে!

[টিন খুলিয়া ধরে বিকাশ সিগারেট লইয়া]

বিকাশ। থ্রি চিয়ার্স ফর থ্রি ক্যাসেল্স!

[প্রস্থান।]

কুমার! থিয়েটারের কখন কিছু হবে! যত বেটা মাতালের আমদানী হয়েছে!

[কালীর প্রবেশ।]

কালী। মাতালরা যত না তাকে ডোবায় তত ডোবাচ্ছ যে তোমরা বাবা বংশলোচন! তোমরা একটু এদিক থেকে নজরটা ফেরাও দিকি—দেখি থিয়েটার চলে কিনা।

কুমার। হাহাহা! যত সব মাতাল—

কালী। মদেই এই বাংলা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা·· মাতালের হাতেই এর ভিত্তি···তাদেরই হাতে এ এতকাল গড়ে উঠেছে, এই মাতালরাই এই বাংলা থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখবে।

কুমার। দেখ্ কালী!

কালী। খুব দেখেছি। [ঘুঁষি বাগাইয়া] বলি, এটা দেখেছ?

কুমার। মারবি নাকি—মারবি নাকি? আচ্ছা!

[প্রস্থান।]

কালী। হাহাহা!

[অপরদিকে প্রস্থান। সম্মুখভাগে প্রবেশ করে পাঁচী—পশ্চাদ্ভাগে প্রবেশ করে প্রীতি।

পাঁচী। বাবা! বেটা ছেলেদের জ্বালায় কি কিছু খাবার জো আছে! সেই থেকে ঘুরছি, কোন সকালে পার্ট হ'য়ে গেছে—তা কে কার কথা শোনে! বাবা! যেন সব হা ঘরের ছেলে—কোনদিন কিছু চোখে দেখেনি!

প্রীতি। ওরা আপনাকে এখনও খেতে দেয়নি?

[চারিদিকে চাহিতেই প্রবেশ করে কালীধন।]

কালীদা! দেখ দিকি ওদের বিবেচনা ভাই! সেই কোন সকালে ওঁর পার্ট হয়ে গেছে—এখনও খেতে দেয়নি। তুমি একটু বসিয়ে দেওনা কালীদা!

[প্রীতি, কালী ও পাঁচীর প্রস্থান। প্রবেশ করে অপর দিক দিয়া ধীরে ধীরে নটনাথ। পশ্চাতে মধ্যভাগ দিয়া প্রবেশ করে মোহন।

মোহন। প্রীতি দেবী! ও!

[সে প্রস্থানোদ্যত হইতেই নটনাথ তাহার পার্শ্বে আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করে।]

একি! আপনি কি করতে চান?

নট। একবার শেষবার তোমাকে বলতে চাই।

মোহন। কি?

নট। প্রীতিকে তুমি বিবাহ কর। তাকে রক্ষা কর। তুমি তাকে ভালবাস—তুমি তাকে চাও, তবে কেন তাকে বিয়ে করবেনা ?

মোহন। তাকে আমি ভালবাসি সত্য—তাকে বাঁচাতেও চাই সত্য··

নট। কিন্তু ?

মোহন। বিবাহের মধ্য দিয়ে নয় ।···

নট। কেন নয় মোহন ?

মোহন। যে মেয়ে সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, দীক্ষা ভুলে সাধারণ অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয়ই জীবিকা করেছে, তার সঙ্গে অভিনয়ই করা যায়, বিবাহ করা যায় না।

নট। ওদেশে—ইউরোপে—

মোহন। ইউরোপে যা সম্ভব—সংস্কার প্রবল এই সমাজ শাসন বদ্ধ হিন্দুর দেশে তা অসম্ভব।

নট। ভালবাসার মর্য্যাদা রাখতে যদি সর্ব্বস্বই না ত্যাগ করতে পারলে তবে সে ভালবাসার মূল্য কি ? প্রীতি সম্ভ্রান্ত বংশের নিষ্পাপ তরুণী, শুদ্ধ 'এই অভিনেত্রীর জীবন বরণই কি তাকে সকল প্রতিষ্ঠা থেকে করবে চ্যুত ? অভিনেতা হ'য়ে, তুমি যদি একথা বল, তবে সাধারণের চোখে তার স্থান কোথায় ?

মোহন। না না আমি আর শুনবনা। আপনার চোখে কি আছে জানিনা —সে আমার সকল গর্ব্ব, সংস্কার চূর্ণ করে দিতে চায়। কিন্তু, আমি আমি তা চাইনা।

[সে প্রস্থানোদ্যত হইতেই নটনাথ পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়।]

নট। কিন্তু, আমি তা দেব চূর্ণ করে। তাকে রক্ষা করতে আমি যে কোন হীনতা অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হবনা। যদি এর জন্যে প্রয়োজন হয়, আমি খুন করতেও দ্বিধা করবনা।

মোহন। কাকে ?

নট। তোমাকে—

[পৈশাচিক উল্লাসে নাচিয়া।]

হ্যাঁ তোমাকে—তোমাকে—হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয় নিজের হাতে আমি আগুন জ্বালিয়ে দেব এই রঙ্গমঞ্চকে পুড়িয়ে ছাই করে।

মোহন। ওকি নিষ্ঠুর সঙ্কল্প আপনার চোখে !

[সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালায়। নটনাথ ব্যর্থ আক্রোশে পেগ গ্লাস তুলিয়া পান করিতে যাইবে—সেইক্ষণে প্রবেশ করে প্রীতি।

প্রীতি। ওকি ! আপনি মদ খাচ্ছেন ?

নট। অন্তরের নেশাকে বাইরের রংএ রাঙিয়ে তাকে আরও তীব্রতর করে তুলতে চাই।

প্রীতি। কি হ'য়েছে আপনার ? আজ যেন আপনি কেবলই আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। এই বিদায়ক্ষণে কি কিছুই নেই আপনার আমাকে বলবার ? বিদায় লগ্ন যতই আসন্ন হ'য়ে আসছে, ততই কান্নায় আমার বুক ভরে উঠছে। কণ্ঠ হ'য়ে আসছে রুদ্ধ।

[সে একখানি সোফায় ভাঙ্গিয়া পড়ে।]

[নটনাথ চকিতে তাহার পার্শ্বে যাইয়া সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া।]

নট। এখনও, এখনও হয়ত সময় আছে। শুদ্ধ তুমি বল। তাকে অস্বীকার কর।

প্রীতি। আজ বুঝি আর তা সম্ভব নয়।

নট। না না প্রীতি—এখনও সম্ভব ! আমি তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাব। কেউ জানবেনা—কেউ শুনবেনা। বল প্রীতি তুমি যাবে ?

প্রীতি। কোথায় যাব ?

নট। যেখানে তুমি বলবে। এ ষড়যন্ত্রের জাল থেকে বাঁচাতে যদি—প্রয়োজন হয়—

[প্রীতি উঠিয়া দাঁড়ায়।

প্রীতি। ওকি ! আপনার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে এক পুলক আবেশে...এ···এ···এও কি সম্ভব ? কেন...কেন আমাকে সবাই ভালবাসে ? আমি কি করি ?···

নট। এস প্রীতি, আমরা চলে যাই ?

প্রীতি। হ্যাঁ যাব।

নট। যাবে ? যাবে ?···

প্রীতি। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে···আমার গলা শুকিয়ে আসছে—

নট। জল·· জল···সরবৎ আমি এনে দিচ্ছি।

[নটনাথ ছুটিয়া যায়...একটি পূর্ণ গ্লাস সরবৎ লইয়া প্রবেশ করে। অর্দ্ধেক সরবৎ পেগ গ্লাসে ঢালিয়া অপর অর্দ্ধ প্রীতির পার্শ্বে লইয়া যাই।

এই নাও প্রীতি...সরবৎ···এখুনি সুস্থ হ'য়ে উঠবে।

[নটনাথের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে চোখে ফুটিয়া উঠে আতঙ্ক।···সে সরবৎ তাহার হাতে দিবে কি দিবেনা ভাবিতে থাকে, প্রীতি হাত বাড়ায়।

প্রীতি। ওকি ! আপনার হাত কাঁপছে কেন ?

নট। কাঁপছে···কাঁপছে ?

প্রীতি। হ্যা কাঁপছে।

নট। না না—

[সে ফিরিয়া যায়—পরক্ষণেই আসিয়া।

এই নাও প্রীতি।

[প্রীতি তাহার হাত হইতে গ্লাস লয়। নটনাথ ছুটিয়া টিপয়ের কাছে যায়। উচ্ছসিত ক্রন্দনের বেগ রোধ করিতে করিতে।...চোখে তার জলের বন্যা। সে কোনরূপে পেগ্ গ্লাস তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস পায়।

নট। এই বিদায় লগ্নে আমরা তাদেরই উদ্দেশ্যে পান করি, যারা যুগে যুগে সমাজের আনন্দ বিধান করেছে, অথচ পেয়েছে ব্যথা। করেছে সমাজের পথ নির্দ্দেশ, তাদের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে, অথচ হয়েছে সমাজ চ্যুত। রঙ্গালয়, অভিনেতৃবর্গ! তাদের জয় হ'ক!

[উভয়ে পান করে। পানান্তে প্রীতি সোফায় এলাইয়া পড়ে। মধুর যন্ত্রসঙ্গীত বাজিতে থাকে।]

প্রীতি। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে কেন?

[নটনাথ ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে আসিয়া।]

নট। ঘুমের অবকাশ কৈ প্রীতি? ওরা যে এখুনি আস্‌বে তোমায় অভিনন্দিত করতে।

প্রীতি। আমার গলা শুকিয়ে আসছে!

[পুনরায় সরবৎ পান করিয়া।]

ওকি! আপনার চোখ মুখ অমন হ'য়ে গেল কেন?

নট। প্রীতি! শুনতে পাচ্ছ ঐ মধুর ওঙ্কারধ্বনি, যা একদিন স্রষ্টার সৃষ্টি মাধুর্য্যে ধ্বনিত হ'য়েছিল। যে ধ্বনি এ জীবনের দুঃখ তাপ ভুলিয়ে, সুদূরের পানে টেনে নেয়। যেখানে জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, অবিনশ্বর আত্মা শাশ্বত কালের তরে প্রীতি বিহ্বল।

[বেগে চিত্রলেখা ও অহিভূষণের প্রবেশ।

চিত্র। প্রীতি! প্রীতি! তোর সিন?

প্রীতি। [সোফায় এলাইয়া পড়িয়া] আমি আর পারছিনা—আমার শরীর কেমন করছে।

অহি। সে বল্‌লে কি চলে? কোন রকমে সিন্‌টা সেরে এসে শুয়ে পড়ুন।

[চিত্রলেখা প্রীতির পাশে বসিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইতে লইতে।

চিত্র। সিন্ আছে বলেত লোকে মরতে মরতে গিয়ে প্লে করতে পারেনা। তুমি কার্‌টেইন দেও অহিবাবু!

[অহিভূষণ চলিয়া যায়।]

প্রীতি। আমার একি হ'ল দিদি?

চিত্র। অতিরিক্ত ক্লান্তির জন্য হয়েছে—তুই একটু স্থির হ'য়ে শো—এখুনি ভাল হ'য়ে যাবে।

প্রীতি। না দিদি—এ বুঝি ভাল হবার নয়। উঃ! কি অসহ্য যন্ত্রণা!

চিত্র। কোথায়?

প্রীতি। এই বুকে।

[রায় বাহাদুর, কুমার বাহাদুর ও ম্যানেজারের প্রবেশ।

ম্যানে। হঠাৎ কারটেইন পড়ল—ব্যাপার কি?

চিত্র। প্রীতি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে।

ম্যানে। অসুস্থ?

কুমার। [চকিতে প্রীতির পার্শ্বে বসিয়া] ওকি! এমন করে ঢলে পড়ছে কেন? মা! মা!

[প্রবেশ করে কালীধন ও বিকাশ। যন্ত্রসঙ্গীত বাজিয়া উঠে।

প্রীতি। কালীদা! বিকাশ দা! আমার সিন্। ওই, ওই ওরা আমায় ডাকছে।

চিত্র। প্রীতি! প্রীতি! কেউ ডাকেনি। কারটেইন পড়েছে।

[প্রীতি উঠিয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইয়া।]

প্রীতি। আমার জন্যে কোনদিন কারটেইন পড়েনি—আজ পড়বে! আমি যাব—আমি যাব!

[সে দাঁড়াতেই কালীও বিকাশ ধরিয়া ফেলে—তাহারা তাহাকে বসাইয়া দেয়।]

একি হল। আমার হাত পা সব অসাড় হ'য়ে আসছে কেন?

[নটনাথ হাসিয়া উঠে।]

কুমার। ওই, ওই নটনাথ—ওই কিছু করেছে।

প্রীতি। ও হাসে কে?

চিত্র। নটনাথ বাবু।

প্রীতি। নটনাথ বাবু।

[নটনাথ ধীরে ধীরে কাছে আসে।]

এ আমার কি হ'ল নটনাথ বাবু?

নট। মৃত্যু তোমায় দুহাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিচ্ছে প্রীতি।

[দেখা যায় রায়বাহাদুর বাটনহোলের রক্ত গোলাপটি পদতলে পিষ্ট করিয়া বাহির হইয়া যান, তৎপশ্চাতে ম্যানেজারও বাহির হইয়া যান। প্রবেশ করে বেগে ইন্দ্রবেণী মোহন।

মোহন। আমি জানি তুমি ওকে খুন করবে।

[সহসা রিভলবার বাহির করিয়া অগ্রসর হয়।]

কিন্তু, তোমাকেও আমি বাঁচতে দেবনা, ওর মৃত্যুর প্রতিশোধ—

[কালীধন ছুটিয়া যাইয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া উপরে তুলিয়া ধরে গুলি সশব্দে বাহির হইয়া যায়।]

নট। মার, মার মোহন, সেই যে আমার কাম্য···তাকেই যে আমি বরণ করেছি।

[কুমার বাহাদুর উঠিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া যায়।]

কুমার। হ্যাঁ, মৃত্যুই আমি তোমাকে দেব। আমি তোমাকে ছাড়বনা। তুমি আমার মেয়ে...আমার শেষ সম্বল কেড়ে নিয়েছ। আমি তোমাকে ছাড়বনা।

[সেইক্ষণে প্রবেশ করে ডক্টর ঘোষ।]

নট। আমার মেয়ে।

কুমার। তোমার!

নট। এসেছ ডক্টর—শোন, ঐযে মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়েছে...ঐ প্রীতি আমার মেয়ে!

ডক্টর। প্রীতি আপনার মেয়ে?

প্রীতি। এ্যাঁ!

[কুমার পিছু হটিয়া যাইয়া সোফায় বসিয়া প্রীতিকে বুকে জাঁকড়াইয়া ধরে।]

নট। এক কুমারীর মুহুর্ত্তের ভুলে যে শিশু পেলে জীবন...ওই সেই শিশু। সেই কিশোরী কুমারী...আমার স্ত্রী—

ডক্টর। আপনার স্ত্রী?

নট। আমার স্ত্রী বিবাহে বিশুদ্ধা হ'ল—সমাজ কলঙ্ক ভয়ে, শিশু তার হ'ল পরিত্যক্তা। সম্ভ্রান্ত বংশের এক দরিদ্র দম্পতি অর্থের প্রলোভনে তার পালনের ভার নেয়। সেই তুমি—

ডক্টর। কে?

নট। ঐ কুমার—ওর জন্যে আমি যাবজ্জীবন মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করেছিলাম। হীন লোভী তুমি, তাতে খুশী না হ'য়ে, অর্থ

রোজগারের পথ খুঁজতে, তাকে নিয়ে এলে এই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। এত বড় নিষ্ঠুর আঘাত যে আমি সইতে পারলামনা···তাইত ছুটে এলাম এই রঙ্গমঞ্চে···তাকেই বুক দিয়ে রক্ষা করতে।

কুমার। আপনিই তবে সেই জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ?

নট। না না...আমি সমাজ কলঙ্কভীত সেই শিশুর পিতা। এখানে এসেও, সেই অনিবার্য্য কলঙ্কেই সে নেমে যায় দেখে···যে ফুল ছিল আমারই সৃষ্টি, তাকে আমিই দিলাম মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে। উঃ অসহ্য যন্ত্রণা !

প্রীতি। বাবা ! বাবা !

নট। মা ! মা !

[সে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পায় কালী ও বিকাশের স্কন্ধে ভর দিয়া।]

প্রীতি। বাবা।

[প্রীতি প্রচণ্ড প্রয়াসে সকল বাধা বিমুক্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া নটনাথের চরণতলে লুটাইয়া পড়ে।]

নট। মা ! মা !

[নটনাথ হঠাৎ উত্তেজনায় তাহাকে বুকে ধরিবার জন্য নত হইতেই··· কালী ও বিকাশের হাতে ঢলিয়া পড়ে।]

—যবনিকা—